অনুবাদ কমিক্স ভান্ডার

শারদীয়া ১৪২৯

রয়েছে বাংলায় প্রথমবার
অনূদিত ১০টি দেশ বিদেশের কমিক্স

অশ্বিন ১৪২৯

সেপ্টেম্বর ২০২২

কমিক্স ও অনুবাদ কমিক্স নিয়ে কিছু কথা

কমিক্স বা গ্রাফিক নভেল সাহিত্যের এমন এক ধারা যা শুধু অক্ষরই নয়, আক্ষরিক ভাবনার দৃশ্যায়নের চিত্রও চোখের সামনে তুলে ধরে। কমিক্স আমাদের শৈশবকে বাঁচিয়ে রাখে, কমিক্স পড়া শুরু করা বা শেষ করার কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই।

স্পাইডারম্যান ও মার্ভেল কমিক্স এর অন্যতম শ্রষ্টা স্ট্যান লির মতে -

"আমার কাছে কমিকস বই বড়দের জন্য রূপকথার গল্প"

আমার মতন অনেকেরই হয়তো শৈশবের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় কমিক্স আমাদের কল্পনার ডানা মেলতে সাহায্য করেছে। আমি যখন বড় হয়েছি তখন ইন্টারনেট বা মোবাইল কিংবা কম্পিউটার কিছুই ছিলোনা, কেবল টিভিও আসে অনেক পরে। বিশ্বের জানালা বলতে ছিল বই, ম্যাগাজিন ও কমিক্স। 'আনন্দমেলা', 'শুকতারা', 'দেব সাহিত্য কুটির' প্রভৃতি বহুল প্রচারিত শিশু পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে তখন দেশি বিদেশী কমিক্স সাহিত্যের হাতেখড়ি। এর সঙ্গে ইন্দ্রজাল কমিক্স, ডায়মন্ড কমিক্স, দেব সাহিত্য কুটির কমিক্স, অমর চিত্র কথা কমিক্স এর বিকল্প অন্তরীক্ষ উন্মোচন করে দিলো।

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে কমিক্স সাহিত্যের জগতে ইন্দ্রপতন ঘটেছে, মহিরু নারায়ণ দেবনাথ এর জীবনাবসানে। আমাদের অনেকেরই ছোটবেলা জুড়ে ছিলেন তিনি। তার অমর চরিত্রগুলি যেমন বাঁটুল , হাঁদা ভোদা, নন্টে ফন্টে, গোয়েন্দা কৌশিক, ডানপিটে খাঁদু ও তার কেমিকাল দাদু এরা আগামীদিনেও বেঁচে থাকবে, পাঠকদের মাধ্যমে।

যেমন নারায়ণ দেবনাথ আমাদের শৈশব জুড়ে ছিলেন তেমনি ছিল হিন্দি কমিক্স সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম প্রাণ এর চাচা চৌধুরী, পিঙ্কি-বিল্লু ইত্যাদি, ডায়মন্ড কমিক্স, রাজ কমিক্স এর বিভিন্ন চরিত্ররা যাদের বাংলা অনুবাদ করা বইগুলো এদেরকে আমাদের কাছে সমানভাবে আপন করে তুললো। বাংলা অনুবাদে অনন্ত পাই এর 'অমর চিত্র কথা' এবং নাগি রেড্ডি ও চক্রপাণি 'চাঁদমামা' কমিক্স ও চিত্র গল্প বিকল্প শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

আনন্দমেলা ও ডায়মন্ড কমিক্স এর হাত ধরে ৭০ দশকের শেষের দিকের সময়কাল থেকে উপস্থিত হলো অনেক বিদেশী চরিত্র যেমন টিনটিন, অরণ্যদেব, টারজান, ম্যানড্রেক, অ্যাস্টেরিক্স, ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যান, সুপারম্যান, হী-ম্যান ইত্যাদি।

এদের মধ্যে অন্যতম 'টিনটিন' ও 'অরণ্যদেব' তাদের বাংলা অনুবাদের গুনে হয়ে উঠলো বাঁটুল , চাচা চৌধুরীদের থেকেও বাঙালি, ঘরের ছেলের মতন। ফরাসি ভাষায় রচিত হার্জের টিনটিন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অসাধারণ অনুবাদের মুন্সিয়ানায় পরিণত হলো বাংলার কিশোর আইকনে। ওদিকে লি ফকের বাঙ্গালার জঙ্গলের 'ফ্যান্টম', লীলা মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীদের অনুবাদে হয়ে উঠলো বাংলার জঙ্গলের 'চলমান অশরীরী' বা 'বেতাল' এবং নবজন্ম হলো 'অরণ্যদেব' নামে।

আমাদের চেনা কমিক্স জগতের বাইরে অনেক অচেনা কমিক্স চরিত্র আছে যারা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হলেও অনুবাদ এর অভাবে আপামর বাঙালি কমিক্স প্রেমীর কাছে মনন-পাঠ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বর্তমানে অনেক দশক পরে, বাংলায় অনুবাদ কমিক্স এর বিপ্লব শুরু হয়েছে। মূলত মার্ভেল, ডিসি,

মাঙ্গা প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক বা নির্দিষ্ট ধারার কমিক্স এর কপিরাইট এর বেড়াজাল উপেক্ষা করেই অনুবাদ হয়ে চলেছে। অনেকে সেই অনুবাদ কমিক্স নিয়ে বেআইনি ব্যবসা করছেন, অনেকে নিজের মতন করে 'পাস্টিচে' তৈরী করে বিক্রি করছেন। আবার অনেকে শুধু সৃষ্টি সুখের বিলাসে মত্ত হয়ে কিংবা নিজের এবং সকলের পড়ার জন্যে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে চলেছেন।

এই '**অনুবাদ কমিক্স ভান্ডার**' এমনি এক **অবাণিজ্যিক** উদ্যোগ। উদ্দেশ্য, দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভাষার নামি অনামী কিছু কমিক্সকে বাংলা ভাষায় উপস্থাপনা করা, সকলের পড়ার জন্যে। আপাতত এই পুজোর আগে একটা সংকলন তৈরী করলাম যাতে থাকছে ১০টি দেশ বিদেশের নানান শৈলীর কমিক্স এর অনুবাদ / ভাষান্তর। সবকটিই এই অধমের অনুবাদ প্রচেষ্টা, ভুল ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন।

এছাড়া থাকছে মৌলিক কিছু কার্টুন, কাব্য রচনা এবং চিত্রাঙ্কন।

নারায়ণ দেবনাথ এর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, ১২৫তম নেতাজি জন্মবার্ষিকীর শ্রদ্ধার্ঘ থাকছে অর্ণব ঘোষ দস্তিদার এর কার্টুনের মাধ্যমে, এছাড়া বিভিন্ন পুজোর কার্টুন রয়েছে তার স্কেচে ও কমিক লেখনীতে। দেবীর আওহ্বান থাকছে অনন্যা মজুমদারের 'আগমনী' কবিতায়। নিখিলেশ মিত্রের রেখা ও রঙের টানে থাকছে প্রচ্ছদ- মলাটের প্রতিমা চালচিত্র ও দেবী বন্দনা। কোভিদ এর পরিমণ্ডলে পারমিতা মিত্রর ক্যানভাসে উঠে এসেছে 'অসম্পূর্ণ বিজয়া'র বিষাদের সুর।

আশা করি এই নির্ভেজাল অনুপ্রয়াস আপনাদের আনন্দ দেবে। আপনাদের একান্ত সহচার্যের একান্ত কাম্য। আপাতত আমার দীর্ঘ রচনা এখানেই শেষ করছি।

নমস্কার,

ধন্যবাদান্তে,

কল্লোল দাশগুপ্ত

(অনুবাদক ও সম্পাদক)

যোগাযোগ : chirantanaeonic@gmail.com, aeonicchirantanmags2022@gmail.com

ডিসক্লেইমার / দাবিত্যাগ

এই বইটিতে অনূদিত কমিক্স কোনোভাবেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবেনা। কেউ সেটি করলে তার জন্যে অনুবাদক দায়ী নয়, এবং অনুবাদকের কোনোভাবেই এই ব্যাপারে অনুমোদন নেই। কমিক্সগুলির কপিরাইট সত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, এই অনুবাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্যে।

সূচিপত্র

কবিতা:

আগমনী

✍️ অনন্যা মজুমদার

শরতের আকাশে আজ হিমের পরশ
আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে গন্ধ শুধু শিউলি আর কাশ

এলো এলো দুগ্গা এলো ঘরে
হিংসা বিদ্বেষ আর রেখোনা একে অপরের পরে
এলো এলো দুগ্গা এলো ঘরে
ঘুঁচিয়ে দেবে সব দীনতা
মুছিয়ে দেবে সব মলিনতা
সুখ শান্তি ফিরে আসবে সংসারে

নারী শক্তি আজ বিপন্ন
নারীকে বানিয়েছো পণ্য
হে মা তুমি তো নারীরই রূপ
তবে কেন আছো গো মা চুপ
তুলে ধরো ত্রিশূল
করো অসুরের বংশ নির্মূল

থিমের পুজোয় থেকোনা মা গো আবদ্ধ
মুক্ত করো সকল মনের দরজা যা ছিল এতদিন বদ্ধ
কোরোনাকে আর আমরা করবো নাকো ভয়
তোমার কৃপায় করবো আমরা জয়

এস মা গৃহেতে লক্ষী হয়ে
থেকো মা সকল ধন ঐশ্বর্যের সাক্ষী হয়ে
হয়ো না মা চঞ্চলা
থেকো মা গৃহেতে হয়ে অচলা

আলোয় আলোয় ভরিয়ে দিয়ে এসো মা-কালী রূপে
অমাবস্যার অন্ধকার কাটিয়ে দিয়ে
বিরাজ করো নিজের স্বরূপে

ছবি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে

কার্টুন - অর্ণব ঘোষ দস্তিদার
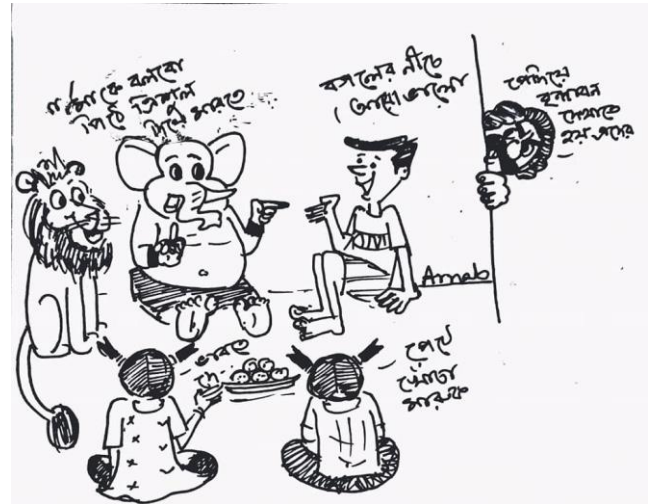
বেণীমাধব - ডিভান প্রহরী

ভাষান্তর - কল্লোল দাশগুপ্ত

ডাচ কমিক্স '**বেঞ্জামিন**' থেকে অনূদিত ১

বেণীমাধব - ডিভান প্রহরী

ডাচ কমিক্স '**বেঞ্জামিন**' থেকে অনূদিত

২

পৃথিবীর ইতিহাস জুড়ে....যতদিন মানবজাতির পক্ষে নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে, এরা শুধু ব্যথা, ভোগান্তি, কষ্ট আর দুঃখই ছড়িয়েছে...তাই এদেরকে নির্দয়ভাবে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল করার জন্যে মানুষ বদ্ধপরিকর...

পলাতক

মৃত্যু হলেও কোনোদিনও এরা ধরা দেয়নি
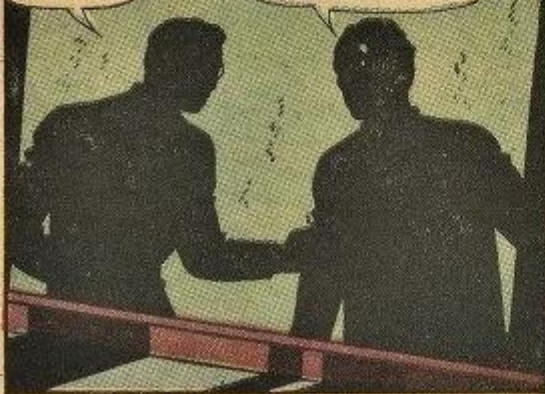
এরা যেখানেই যায় প্রচন্ড ভোগান্তির উদ্রেক করে...নিজেদের প্রাণসংশয়ের ভয়ে এরা পালিয়ে বেড়ায় সামান্য একটা ছায়া দেখলেই এরা দলবল নিয়ে সংকুচিত হয়ে যায়!
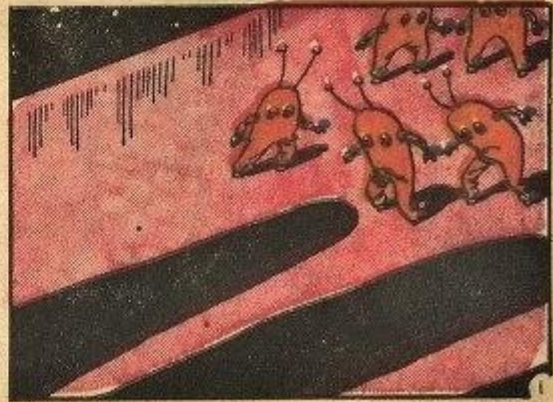
প্রজন্মের পর প্রজন্ম এরা পালিয়েই চলেছে! বলা বাহুল্য, তাদের এই সময় মতোন পলায়ন করার ক্ষমতা তাদের এতকালের কার্যকরী সতর্কতা ব্যবস্থার সুফল!

ছদ্মবেশকে, একটি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে এরা!

কিন্তু দাঁড়ান! এটা কি হলো? তাদের একটি স্কাউটিং দল মনে হয় থমকে গেছে! যেখানে অভিপ্রয়াণই তাদের বেঁচে থাকার নিরাপত্তা সেখানে একী হলো?
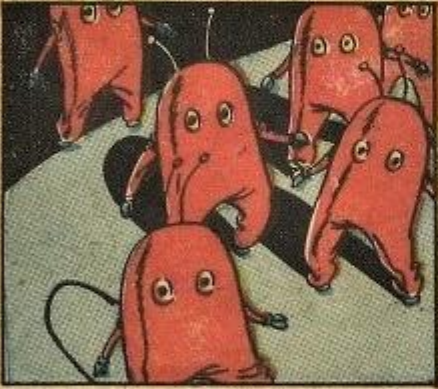
তাদের পছন্দের খাবারের সুগন্ধ হতে পারে,...যা তাদের চিরন্তন পলায়নকারী ধর্মের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে?
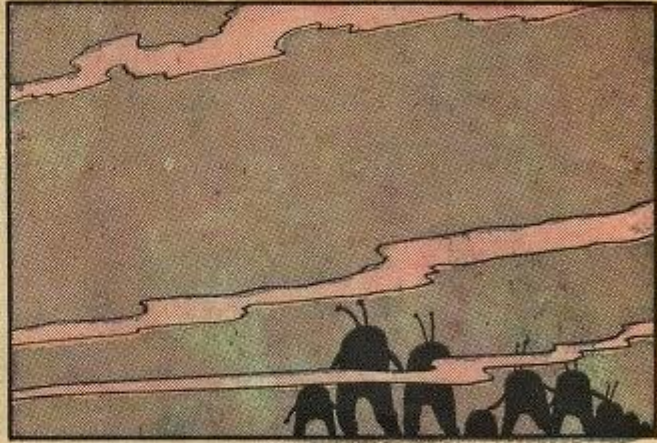
নাকি এই নতুন প্রজন্মের স্কাউটদের, স্বাভাবিক ধারার বিরুদ্ধ বিদ্রোহ? তাদের ভয়ের ঐতিহ্য খণ্ডন?

তারা আবার চলা শুরু করেছে! অলসভাবে! সেই সুগন্ধের উৎসের উদ্দেশ্যে?

কাছাকাছি চলে এসেছে!
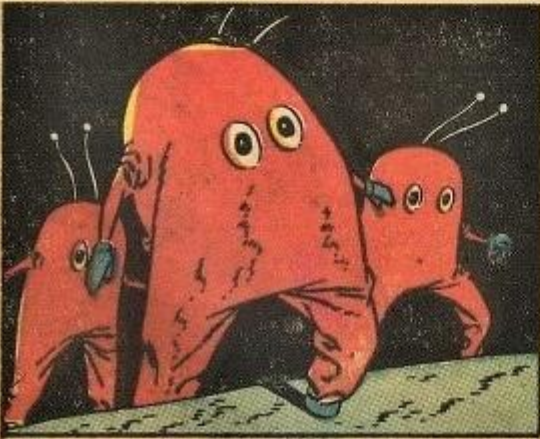
দেখুন...একজন স্কাউটের মনে হয় সংবিৎ ফিরেছে! সে তার দলকে ফেরানোর চেষ্টা করে! কিন্তু তারা শোনে না, তাকে মাড়িয়ে এগিয়ে চললো!
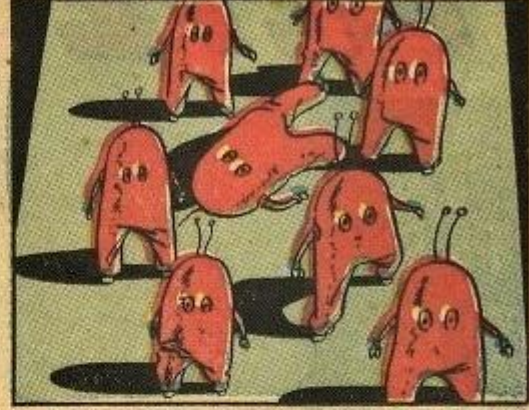
তারা একেবারে উৎসস্থলে! কিন্ত তারা এবারে..

...ফাঁদে পড়েছে!

তাদের বন্দীকারীর গর্বিত বিজয়উল্লাস!
এই ছাঁচটা দেখুন! আমি পেরেছি! এত শতাব্দীতে কেউ করে উঠতে পারেনি! আমি কিছু সাধারণ সর্দির জীবাণুকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছি!
শেষ
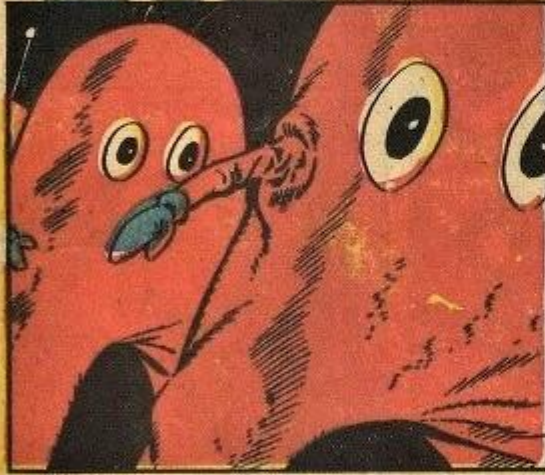
অমিতাভ বচ্চন এর অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

সুপ্রিমো

সুপ্রিমো হচ্ছে মেগাস্টার **অমিতাভ বচ্চন** এর সুপারহিরো সংস্করণে কমিক্স রুপি চরিত্রায়ন।

'মুভি ম্যাগাজিনের' সম্পাদক, পাম্মি বক্সির সম্পাদনায় ৮০র দশকে তৈরী হয় এই সিরিজ। 'মুভি ম্যাগাজিনের' প্রকাশক, ইন্ডিয়া বুক হাউস (IBH) তাদের মুদ্রিত প্রকাশনা '**স্টার কমিকসের**' মাধ্যমে সিরিজটি প্রকাশ করে।

স্বনামধন্য গুলজার সাহেব এই সিরিজের কিছু স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন, যদিও বেশিরভাগটাই অভিনেত্রী সুধা চোপড়া লিখেছিলেন এবং এছাড়া অনেক ফ্রিল্যান্স লেখক এবং পাঠকদের লেখাও নেওয়া হয়েছিল।

কমিক্সে, সুপ্রিমো ছিল অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের 'অল্টার ইগো'। 'দ্য ইন্ডিয়া ম্যাগাজিনের' একটি সমসাময়িক প্রবন্ধের বর্ণনা অনুযায়ী, সুপ্রিমো তার পরিচয় গোপন করে বড় চশমা পরিধান করে যা ঢালাইয়ের সময় ব্যবহৃত চশমার অনুরূপ, একটি স্কিন-টাইট পোশাক যা ভারতের পশ্চিম উপকূলে জেলেদের পরা পোশাকের মতন দেখতে সাথে একটি অশোক-চক্র সাদৃশ্য নেকলেস তার পরিধান। সুপ্রিমো চিনাবাদাম খেতেপ ছন্দ করে এবং "সঙ্গীতই তার আবেগ", এই কারণেই একটি ওয়াকম্যান বহন করে। বচ্চনের স্ক্রিন চরিত্রের অনুরূপ সুপ্রিমোর দুইজন সাহায্যকারী, **বিজয়** এবং **অ্যান্টনি** নামের দুটি চরিত্র আছে। **সোনালী** নামে একটি ডলফিন এবং বচ্চনের কুলি চলচ্চিত্রে বাজপাখির দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি 'ফ্যালকন স্কাউট' **শাহীন**ও রয়েছে।

এই সংখ্যায় থাকছে সুপ্রিমোর অ্যাডভেঞ্চার

সমুদ্রবক্ষে হারানো মূর্তি

সম্পাদনা - পাম্মি বকশি
কাহিনী - গুলজার
অনুবাদ - কল্লোল দাশগুপ্ত

একদিন অমিতাভ বচ্চন একটি ছবির শুটিং করছিলো
হেমাদেবী আপনি এখানে দাঁড়াবেন...
আর অমিত তুমি এখানে এসে দাঁড়াবে...
ঠিক আছে!
অমিতবাবু একবার ক্যামেরার সামনে রিহার্সাল হয়ে যাক?
নিশ্চয়ই!

* তামাঞ্চা - দেশি বন্দুক

"ও! আজ দেখছি আপনি একটা তামাঞ্চা* নিয়ে এসেছেন!...তো আপনার হাত কেন কাঁপছে? ওটা বোধকরি বেশ ভারী?"
হা!...একটু পরেই এর বুলেট তোমার হৃদপিন্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেলে , তোমার শরীর এমনি ভারী হয়ে পড়ে যাবে। আর এটা কোনো তামাঞ্চা নয়, আসল পিস্তল।
"এই মোলায়েম হাতে পিস্তলটা আরও ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখাচ্ছে!.."
ফার্স্ট ক্লাস! এবারে টেক নেবো...
হেমা দেবী!...যেরকম কথা হলো "এই মোলায়েম হাতে পিস্তলটা..." বলতে বলতে আমি এক পা এগিয়ে যাবো....আপনি পিস্তলটা আমার দিকে তাক করবেন....আমি আবার এক পা পিছিয়ে বাকি ডায়লগ বলবো....ঠিক আছে?
ঠিক আছে!
আমি রেডি!...আরে!! মাইকটাকে আরও সরাও...ফ্রেমে চলে আসছে!
হ্যাঁ.....
ঠিক আছে?
স্টার্ট সাউন্ড!

ক্যাংক
কাট কাট!.... এই পাখিটা আবার কোথা থেকে এলো?...
শাহীন!!
হুশশশ
এই যাহ যা!
একে কেউ তারাও!...
হায়!....এই সিনের পুরো লাইটিং বরবাদ করে দিলো!
ঠকাস
ঠুকুস
শোঁওওও
মনে হচ্ছে এও আমাদের সিনেমাতে অভিনয় করতে চায়!....কি করছো কি তোমরা?....একটা চিলকে তাড়াতে পারছোনা?....সময় নষ্ট হচ্ছে....

হেমা দেবী! আপনার হাতের পিস্তলটা একটু দেবেন?...আমার কাছে আসল গুলি আছে...একে মেরে আজকে ফিস্ট করবো!..হে হে..
নির্বোধ! অযথা বেচারা নিজের গুলি অপচয় করবে...
দুম
মহাশয়!....এই পাখিটার নাম শা-হী-ন!....খুব ধুরন্ধর!....ওর একটা পালকেও আঁচড় পড়বে না...এতে ভয়ও পাবেনা!
বাঁচাও
বাঁচাও
ফিস্ট করবে! বেশ হয়েছে!

হুইসল্
মনে হচ্ছে আজকের মতন তোমার প্যাক-আপ হয়ে গেলো..
বাহাদুরের মুখটা পরিষ্কার করার জন্য কেউ স্পিরিট আনো...
কি হয়েছে শাহীন?
কিচিরমিচির
সাবধান অমিত! পাখিটা হিংস্র!..
কিচির.... কিচিরমিচির...
আচ্ছা আচ্ছা! এবারে যা?...
চুকুম চুকুম
তোর আবদার না মানা পর্যন্ত তুই কখনো আমায় ছাড়বি না?
চুক
এই নে! এবারে যা!...আমায় এই সিনটা শেষ করতে দে!...

ওটা কে ছিল?
একটা পাখি!
সে তো দেখতেই পেলাম পাখি! তোমার পোষা? মনে হলো তোমার কথা বেশ
হেমাদেবী আমি অনেক পশু পাখিকে মানুষের থেকেও বেশি বুঝতে পারি!
চলুন এই সিনটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি! আজকে একটু আগে প্যাকআপ করা যাবে? হটাৎ মনে পড়লো, একটা জরুরি এপয়েন্টমেন্ট আছে আমার!
অবশ্যৈ! এই সিনটার পরেই প্যাকআপ করবো। শুটিং এর উপযুক্ত রোদ্দুর নেই আজকে।
প্যাকআপ এর পরে অমিত খুব দ্রুত বেরিয়ে পড়লো!..কিন্তু কোথায়?

যাক! ওইযে! সুপ্রিমো চলে এসেছে!
সুপ্রিমো
বল বিজয়! কি সমস্যা!
বড় সমস্যা! আমাদের দ্বীপের কাছে... তাই আমি তাড়াতাড়ি আসতে বলেছি... - উস্তাদ...সাবমেরিন প্রস্তুত তাড়াতাড়ি চলো
আমাদের সামনে খুব বিপদ!...আর তুমি ওস্তাদ, টেপ রেকর্ডার নিয়ে চললে!..

যে কোন সময় সঙ্গীত শোনার সময়! মনে রাখিস বিজয়!
আমি তো মহা-দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম! যদি শাহীন তোমায় খুঁজে না পায়?
ও ঠিক আমায় খুঁজে বার করে! কিন্তু ইদানিং মহা-শয়তান হয়ে গেছে! যতবার আসে লন্ডভন্ড কান্ড বাধায়....
ওকে বললাম আমায় দূর থেকে সংবাদ দিয়ে চলে যেতে....
...কিন্তু ওর **পাপ্পি** না পাওয়া পর্যন্ত যাবে না!

আমার মতে, গুরু তোমারি দোষ! ওকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে বিগড়ে দিয়েছো!
হুম!
যাক! এবারে বল কি হয়েছে?
আমাদের দ্বীপের কাছে, সমুদ্রের জলে আগুন লেগেছে!
কি পাগলের মতন বকছিস?
বেশ তো! তুমি নিজে গিয়েই দেখো! জলটা ফুটছে আর ধোঁয়া উড়ছে!
11

হমম! দেখা যাক!
গতিবেগ বাড়া!
আমরা একটু পরেই পৌঁছে যাবো!
সাবমেরিন একটি দ্বীপে পৌছালো, সুপ্রিমোর গোপন আস্তানা। তার খুব কাছের মানুষ ছাড়া এই দ্বীপটার কথা কেউ জানত না।
ইতিমধ্যে শাহীনও ওখানে পৌঁছে গেছে
এখন নয় বন্ধুরা, পরে কথা হবে!

যেমনটি বিজয় দাবি করছে, কেন জল ফুটছে, সে বিষয়ে আগে আমাকে অনুসন্ধান করতে হবে!
বিজয়, হেলিকপ্টার তৈরী!
উঠে পড়ি তাহলে?
তৈরী গুরু!
তোমরা সমুদ্র থেকে দূরে থাকবে! বাকিদের গিয়ে বলো, যতক্ষণ না আমরা ফিরি, তারা যেন দ্বীপের জঙ্গলের ভেতরেই থাকে!
চল বিজয়!

বিপত্তিস্থলে পৌঁছে তারা দেখতে পেল অনেক পোড়া কাঠ ও ইস্পাতের টুকরো ভাসছে
কোথায় আগুন?
ওই যে! পোড়া কাঠ ও ইস্পাত ভাসতে দেখছো না?
বিজয়, যতক্ষণ না আমি জলের ওপরে ভেসে উঠছি, কপ্টার নিয়ে এই এলাকাতেই চক্কর মারো!
ঠিক আছে

পুরোনো যুগের জাহাজ মনে হচ্ছে!
আমার ধারণা জাহাজের ভেতর থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ আসছে!
ব্রুউম
হুম! সঠিক আন্দাজ করেছিলাম! ভেতরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে হবে!

ওপর থেকে বিজয় আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ পেলো ও তার সাথে নানারকমের বস্তু ভেসে উঠতে দেখলো
ব্রুউম
যে কোনো ধামাল থেকে সুপ্রিমো কামাল করে বহাল তবিয়তে বেরিয়ে আসে! গুরুর চিন্তায় একদিন মরেই যাবো!
ঠিক তখনি সোনালী ভেসে উঠলো
ওই তো সোনালী! ওর সাথে একটু কথা বলা প্রয়োজন!
সোনালী তুই সুপ্রিমোর কাছাকাছি থাকিস! যদি দেখিস তার কোনো বিপদ, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমায় খবর দিবি! আমি এখানেই উড়ে বেড়াচ্ছি!

তাড়াতাড়ি করো!
এই হয়ে এসেছে বস!
হুম! জাহাজের ভেতরে লোক আছে! এদের মতলবটা কি দেখতে হচ্ছে!
এটাই শেষ তালা বস! এবারে এর সাথে জাহাজের মাথাও উড়িয়ে দেব আর তারপরে...

...সিন্ধুকটা আমাদের!
নিশ্চয়ই বেশ মূল্যবান মূর্তি হবে! এই সিন্ধুকে ছত্রিশটা তালা লাগানো ছিল!
অবশ্যই মূল্যবান! জানো যে এই জাহাজটি ১৬৬০ সালে ডুবেছিল?
এবং আমরা এটি আবিষ্কার করার জন্য নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে পারি! সমুদ্রের এত গভীরে ডুব দেওয়াটা বিফলে যায়নি!

বস আপনার জবাব নেই! কোন পুরোনো ইতিহাস ঘেঁটে ১৬৬০ সালের এই মূর্তি সমেত জাহাজ ডোবার তথ্য বার করেছেন! **আপনি গ্রেট**!
হুম!
অনেক বকবক করেছো! এবারে ডায়নামাইটটা ঠিক ঠাক লাগাও!
এইতো প্রায় হয়ে এসেছে!
সুপ্রিমো জলের ওপরে ভেসে উঠলো

কিছু পেলে সুপ্রিমো?
মনে হয় আমরা একটা বড় **উপহার** পেতে চলেছি! ভালো করে শোন! মোটা হুক লাগানো দড়িটা ছুড়বি!
এবারে হেলিকপ্টারটা নিচে নিয়ে আয়! দড়ির আরেক দিক বাঁধবো!
এই নাও!
ঝপাং
মন দিয়ে শোন! যখন নিচ থেকে দড়িতে হেঁচকা টান মারবো, কপ্টারটা যত তাড়াতাড়ি পারবি উপরে তুলে নিয়ে যাবি! খেয়াল থাকবে?
ওক্কে বাবুমশাই!

'ওক্কে বাবুমশাই!' ফাজলামো হচ্ছে! কতবার বলেছি কাজের সময় এসব মস্করা নয়!
তুমি তো বাঙালি জামাই হতে চলেছো, তাই ভালোবেসে 'বাবুমশাই' সম্বোধন করলাম!
786
গাঁটে গাঁটে তো চেংড়ামো বুদ্ধি, এতক্ষন যা করতে বললাম ভুল হবে না তো?
তুমি এক্ষুনি তো স্বীকার করলে আমার 'বুদ্ধি' আছে! তোমার চেলার ভুল হবে কেন?
যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে!

বস! ওই দেখো সুপ্রিমো!

???

এ আবার কোথা থেকে এলো?

এই মেরেছে!

ধরো! মারো ওকে!

22

ঠক
উগঘ
গর্ধব জলদি কর! নইলে তোর হাড় ভেঙে দেব!
হাড় আস্ত থাকলে না!

খটাং
বুউউম
হে ভগবান! এতো সাসপেন্স ফিলিমকেও হার মানাবে!
আবার জল শান্ত হয়ে গেছে! কি হলো বলতো শাহীন? সোনালীরও কোনো পাত্তা নেই! আমাকে চরকি পাক খেতে বলে সব মজা একাই উপভোগ করছে!

টান
টান
এইতো দড়ি টেনেছে! সুপ্রিমো আমি উপরে উঠছি!
আরেকটু উপরে নিয়ে যা..
সপাস

বাহ! ওস্তাদ কি ইস্টাইলে উঠে এলো! **অমিতাভ বচ্চনের** জন্যে যে কেন ডুপ্লিকেট ব্যবহার করে বুঝিনা!
উপরে এসে বোঝাচ্ছি কেন!
দেখো সুপ্রিমো, দুজনের মৃতদেহ ভাসছে!
ভালো করে গোন! তিনটে হবে...

না দুটোই আছে! আমি অঙ্কে অত কাঁচা নোই! ওহ! আরেকটা অক্সিজেন মাস্ক রয়েছে! ব্যাটা পালিয়েছে মনে হয়!
যে পালিয়েছে তাকে নিয়ে চিন্তিত নোই! আবার দেখা হলে বোঝাপড়া করে নেবো...
...কিন্তু এখন **তোর** সাথে বোঝাপড়া করা দরকার!
আ...আমার সাথে?
আমি আবার কি করলাম!?

কতবার না বারণ করেছি তোকে, **অমিতাভ বচ্চন** যে **সুপ্রিমো** তা কাউকে বলবিনা?
আমি তো তোমায় শুধু বলেছি!
আমার সামনে আমাকেও বলবিনা!
বেশ তোমাকেও বলবোনা! এমনকি আমাকেও নয়, হি হি!
হমম...এবারে তাড়াতাড়ি আমাদের দ্বীপে নিয়ে চল!
যে আজ্ঞা অমিত স্যার..উহ মানে সুপ্রিমো!

এই মূর্তির মূল্য কয়েক কোটি হবে। বেশ প্রাচীন শিল্পনিদর্শন!
আমরা কি এটা রেখে দেব নাকি বেচে দেব?
কোনোটাই নয়! এই মূর্তিটা আমাদের দেশের সম্পদ! সরকারকে হস্তান্তর করবো!
প্রত্যেকবারের মতন একই গল্প...**দেশের জন্য!** একেবারে ফিলিমের পিলট!

পরদিন শুটিংয়ে
অমিত এটা পড়েছো?
হ্যাঁ...ডায়ালগগুলো ঝালিয়ে নিয়েছি! আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আমায় গতকাল দিয়েছিলেন!
আমি সিনের কথা বলছিনা!...এই হেডলাইনটা পড়ো!

কোন হেডলাইন?
দৈনিক সংবাদ
১৬৬০ সালে চুরি যাওয়া প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার করলো সুপ্রিমো
বাহ্! দারুন খবর তো! যাক তাহলে এবারে শুটিং শুরু করা যাক?
আমরা প্রথমে তোমার ক্লোস-আপ নেবো!...হেলিকপ্টার থেকে দড়িতে ঝুলবে তুমি!

খুব বিপদজনক শট অমিত! তোমার ডুপ্লিকেট স্টান্টগুলো করবে...ও ট্রেনিং নিয়ে এসেছে!
হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন! এসব বিপদজনক শট প্রশিক্ষণ ছাড়া করা উচিত নয়!

আমি জানিনা কোনটা আরও **অসহ্যকর**! নীরবতা....নাকি...
ঘুমপাড়ানি গান
....এই **গানের** মায়াবী মূর্ছনা?
সে চলে গেছে!...আমার ফুটফুটে **মেয়েটা**!...খুব **কম** সময়ের জন্যে এসেছিলো!...কিন্তু ওর কথা ভুলতে পারিনা যে!
প্রতি **মুহূর্তে**...প্রত্যেকটা **দিন....**আমি **তার** কথাই ভাবি!....আমি জেগে থাকি **তারই** স্মৃতি নিয়ে!
যতক্ষণ না আমি ওকে পিয়ানোর সামনে নিয়ে আসতাম ততক্ষণ কান্না থামাতো না। আমি ওর জন্যে একটা ছোট গান লিখেছিলাম....শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তো!
এবং তারপর এক রাতে ও ক্রিবে চুপ করে ঘুমোচ্ছিলো!...আমি খুব **স্বস্তি** পেয়েছিলাম! তারপর ওকে দেখতে গেলাম.....
....ও যে আর কোনোদিনও....
উঠবেনা!
কেউ আমায় বলতে চাইলোনা ওর কি হয়েছিল! কেউ যেন কিছুই **জানেনা**....
কিন্তু এখন, আমি **জানি**...

এখানে একটি ছোট ছেলে আছে...সে আমাকে দেখায় কি ঘটেছে...যেন স্বপ্নে আমি দেখতে পাচ্ছি ঘটনাগুলো!
ও আমাকে দেখায় এবং আমার জন্য সেই সুর বজায়....আমার ছোট্ট মেয়ের ঘুমের গান!
ধন্যবাদ! তুমি খুব ভাল ছেলে!
নিকোল?

নিকোল তোমার শরীর ঠিক আছে?
আমি তোমাকে বারবার কল করেছি। তুমি আজ রিহার্সালে এলে না। তোমার জায়গায় আমায় বসে বাজাতে হলো! তুমি তো জানোই আমি ভালো বাজাতে পারিনা!
ভাবলাম তুমি বোধয় ঘুমোচ্ছ....
আমি **জানি** তুমি **কি** করেছো!
কিইই...!
আমি জানি তুমি আমাদের বাচ্চার কি **ক্ষতি** করেছো!
আ..আমি কিছুই করিনি!
লক্ষীটি! তোমার মনে আছে আমাদের ডাক্তার কি বলেছিলেন? আমাদের আবার নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করতে হবে
নিকোল এরকম কোরোনা!
তোমার কিছুই কি মনে নেই?

আমার খুকু ঘুমোতে চাইতোনা!...ওর কান্নায় তোমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছিলো!..তুমি চিৎকার করে কান চেপে ধরতে.... বলেছিলে ও তোমাকে পাগল করে দিচ্ছে!
তুমি মদ খেয়ে **ভুলভাল** বকছো!
তুমি এইভাবে সময় নষ্ট করছো! এবং কাউকে **দোষারোপ** করার উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছো?
তুমি!
শেষে আর **সহ্য** করতে পারলেনা!
ওর ক্রিবের কাছে গিয়ে ওকে **চুপ** করিয়ে দিলে!
তুমিই খুন করেছো!
ঠাস
সরি....আমি.... সরি
...আ...আমি তোমায়...

তুমি করতেই! তুমিই মেরেছিলে
খচাক
তুমি ভেবেছিলে আমি কোনোদিনও জানতে পারবো না!
তুমি সবাইয়ের মুখ বন্ধ করেছিলে? পুলিশ , ডাক্তার সবাইকে টাকা খাইয়ে নিজের **অপরাধ** ঢেকেছিলে?
দড়াম
প্লিজ...আ.... আমি মারিনি...

ঘুমপাড়ানি গান বাজছে!
আমি চাই এই গানটা **বেজেই যাক**! মায়াবী ঘুমপাড়ানি গান!
খুকুর জন্যে বানিয়েছিলাম! কিন্ত একি! ওই গানটা তো মনে হচ্ছে পাল্টে গেছে! আমি কি **দুঃস্বপ্ন** দেখছি নাকি?
এরকম কেন মনে হচ্ছে?
আমার খুকুর গান তো নয়! এটা এই ছেলেটার গান! **পুতুল বাক্সের ছোট্ট ছেলেটার**!
কিন্তু এই গানটা **শেষ** হোক আমি **চাইনা**! এটা শেষ হলে আমি জানি আমি এখানে, **একা** পড়ে থাকব! আমাকে **ঘুম** ভেঙে উঠতে হবে!
আমি জানিনা কোনটা আরও **দুর্বিসহ**
এই **গানের আওয়াজ** নাকি গান থামার পরের **নিস্তব্ধতা**!
ঘুমপাড়ানি গান
কাহিনী - রে ফকস
চিত্রাঙ্কন - ক্রিস্টোফার মিটেন
রং - ব্রেনান ওয়াগনার
অনুবাদ - কল্লোল দাশগুপ্ত

পুরোনো ধানের গোলা

চিত্রনাট্য - জেফ লেমরে
বঙ্গানুবাদ - কল্লোল দাশগুপ্ত

মিস্টার লেসার্ড! কি ব্যাপার?
দেখো হেনরি, আমি খুব ভালো খবর নিয়ে এখানে আসিনি! তোমার মাসিক কিস্তির টাকা ফেরত দেয়ার মেয়াদ আবার পেরিয়ে গেছে!
সে কারণেই আমি নিজে ভাবলাম তোমার কাছে এসে ব্যাপারটা নিয়ে সদর্থক আলোচনা করি, সমাধান যদি হয়!
এ বছরটা খুব খারাপ চলছে! মার্থার চিকিৎসার খরচ!.....এবারের ফসলটা বিক্রি করতে পারলেই পেমেন্ট দিয়ে দেব!
হেনরি , এই নিয়ে পর পর ৬ মাস এমন হলো। আর কোনো অজুহাত ধোপে টিকছেনা! কতৃপক্ষ আমায় বলেছে তোমাকে যেন আর একবারের বেশি সুযোগ না দি!
"তিন সপ্তাহ হেনরি, ব্যস!"
"এরপরে আমরা বাধ্য হবো তোমার জমি বাজেয়াপ্ত করতে!"

মার্থা?

আমি বাড়ি ফিরেছি!

হ্যালো প্রিয়ে! মনোরম সূর্যাস্ত তাই না?

চলো তোমায় বিছানায় শুইয়ে দি!....

এইতো শুয়ে পড়ো!!

তুমি ঘুমিয়ে পড়ো আমি একটু পেপার পড়ে, একটু টুকিটাকি কাজ সেরে আসছি!

শুভরাত্রি প্রিয়ে!

ব্যাংক ডাকাতি

হায়.....
(দীর্ঘশ্বাস)

গেজেট
ব্যাংক ডাকাতি

N
W
E
S

N
W
E
S

N
W
E
S

N
W
E
S

?

রক্ত?!....

কে এখানে?....

হায় ভগবান!...
আ...আমাকে সাহায্য করুন!
দয়া করে...

আপনি…আপনি নিশ্চই তাদের একজন!
কাগজে ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা লিখেছে!

মশাই…আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না! নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল....সাথীদের মেরেছি....একটা গুলি লেগেছে!..আমাকে বাঁচান!

গাড়িটাকে একটা খাঁড়িতে ফেলে দিয়েছি...লুকোনোর একটা জায়গা দরকার ছিল!....কিন্তু এখন আর উঠতে পারছিনা!

আমি চাই আপনি আমাকে ঠিক করবেন…হাসপাতালে যেতে পারবোনা!...

আপনাকে আমি **টাকা** দেব!

ঠিক...

সব ঠিক হয়ে যাবে!...

আপনি ঠিক সেরে উঠবেন!

একটু মনের জোর রাখুন! দেখি কোথায়....
ধন্যবাদ...ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!

মার্থা!

আমি বাড়ি ফিরেছি!

মার্থা!....

আমি জানি ইদানীং আমাদের খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে....আমি জানি আমি নিজের মধ্যে ছিলাম না....

কিন্ত আমার মনে হচ্ছে এবার থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে....আমি তোমায় সময় দিতে পারবো প্রিয়ে!

হেনরি!
...মিস্টার লেসার্ড!

এই পথেই যাচ্ছিলাম! ভাবলাম দেখা করে যাই! তুমি যে তোমার পেমেন্টগুলো **এতো তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার** করে দেবে সত্যি এটা ভাবতে পারিনি! আশা করি সব কুশল!

ভগবানের কৃপায় ভালোই আছি!....কিছু যদি মনে না করেন....এখন নতুন ফসলের সময় একটু ব্যস্ত আছি....আপনি দয়া করে যদি এখান থেকে যান তাহলে কাজে মনোনিবেশ করতে পারি!

"....শুভ দিনই বটে!"

ছোট্ট আর্চি
চিত্রনাট্য - বব বয়েলিং
রং - বব হোওয়াইট
ভাষান্তর - কল্লোল দাশগুপ্ত
আমি বাড়ির বস হবো!
উঁহ কেন?...না আমি বছ হবো!
ছোট্ট আর্চি
খেলা ঘর
আর্চি, তোমায় না কতবার বারণ করেছি যে মেয়েদের সাথে মারামারি করবেনা!?!....এক্ষুনি ভেতরে এসো!
তুমি আর রনি কি নিয়ে ঝামেলা করছিলে?
আমরা বড়ো করে ঘর বাঁধার খেলা খেলছি, আর রনি বছ হতে চায়
খোকা মনে রেখো...একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক কখনো কোনো মেয়ের গায়ে হাত তোলেনা!
মেয়েটা আমায় আগে মারলেও না!!
না কখনো না! তুমি নইলে ঘরে কোনোদিনও সুখে থাকতে পারবেনা!
গিইইই! তাহলে আমরা কিভাবে তোমার আর মায়ের মতন করে সংসাল কব্বো?

দেখো! তোমার মা কিছু দায়িত্ব নেয় আর আমি কিছু জিনিসের দায়িত্ব নি! তাই না মেরি?
ঠিক বলছো ফ্রেড!
গিইইই! তার মানে রনি এবং আমি দুজনেই **বস** হতে পারি!
নিশ্চয়ই আছি! এই দেখো না, পরিবারের সব **গুরুত্বপূর্ণ** সিদ্ধান্ত **আমি** নিয়ে থাকি!
ও! **তাই নাকি**! ফ্রেড অ্যান্ড্রুজ!
আমি এখানে **কম গুরুত্বপূর্ণ** কাজের দায়িত্বে? নাকি বাড়ির **সব কাজই** আমাকেই করতে হয়?
কিন্তু... কিন্তু... সোনা!
একজন **মহিলার** পক্ষ্যে কোনো **বড়** কাজ সামলানো মুশকিল!
তাই?...তুমি বলতে চাইছো **ঘর সামলানো** কোনো **বড়** কাজ নয়!
ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা
আরে! কোথায় আমায় শেখাবে কিভাবে **সুখে** ঘর করতে হয়! তা না করে নিজেরাই এখন **ঝগড়া** করছে!
ধুত্তোর! এদের দেখে শিখলে আর জীবনে **সুখে** ঘর করতে পারবোনা!

শশশ! আমাদের বাচ্চা ঘুমোচ্ছে!...শশু'মশাই তোমায় খুব পিটুনি দিয়েছে তো!
হা! আমায় মারবে? এমন লক্ষি ছেলে হয়ে 'কিউট লুক' দি না! সব ফেলাট হয়ে যায়, বুঝলে গিন্নি!

ইয়ে! আর তোমার সাথে ক্যালাকেলি কব্বো না, আমি এখন সত্যিকারের ভদ্দলোক!
আহা কি মজা! আমরা সুখী পরিবার হবো!

আঁই! ইস্টুপিড!

তোমার কুকুর আমাদের মেঝে নুনরা করছে!
মায়ের দিব্বি! যদি ভদ্দলোক না হয়ে যেতাম, এক ঘুঁষিতে তোমায় চাঁদে পাঠিয়ে দিতাম!

সরি বন্ধু...তোকে বাইরে থাকতে হবে, চল!
এ ই ই!

মাথামোটা দুটো!... দেওয়ালের ভেতর দিয়েই হেঁটে যাচ্ছে!
শুধু একখানা ঘুঁষো!

এবারে ঠিক আছে! ওকে বাইরেই রাখবে!
খালি ঘ্যানর ঘ্যান!

দেওয়ালের **গত্তো** ঠিক করাতে অ...অনেক টাকা লাগবে!
শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো! এখন হেব্বি হাওয়া দিচ্ছে, ফুরফুরে লাগবে!
খরচের কথা যখন উঠিছে, তখন, আমাদের একটা নতুন স্টোভ কিনতে হবে! আমার সব মাটির কেক জ্বলে যাচ্ছে!
আর এই ঘাসের ম্যাটও পুরোনো হয়ে গেছে!
বাওয়া রে! একে **ব্যে** করে তো, **ফতুর** হয়ে গেলাম!
এর থেকে **বেটিকে** ব্যে করলে, অনেক কম খরুচে বৌ হত!
আমার নাম শুনলাম?!
আমরা তোমায় শুনতে পাচ্ছিনা! আমাদের খেলার ঘরের দেওয়াল খুব মোটু, বাইরের আওয়াজ আসেনা!
কিন্তু তোমাদের **জানালা** তো খোলা! হা হা!
বেটি ভেতরে এসো! খেয়াল থাকে যেন দেওয়ালের ভেতর দিয়ে আবার না আসো!
না! ও আমাদের পরিবারের কেউ নয়!

দেখ বেটি, **আমার বর**কে, **আমার** জন্য কিছু ফার্নিচার সরাতে হবে!
বেশ তো, আমিও সাহায্য...
কিন্তু বেটি, ফার্নিচার সরানো তো পরিবারের **ভেতরের** ব্যাপার!
আর তুই তো আমাদের **আত্মীয়**ও না! তাই -
ভাগ এখান থেকে!
ইইই! **অর্চি-রনি বিয়ে করেছে**!...আর্চ এখন কয়েক ঘন্টার জন্য রনির কাছ থেকে ছাড়া পাবেনা!
আমি যখন ছিলাম না, রনি এই সুযোগে আর্চি'কে বিয়ে করে নিলো! আমি সারাজীবন অর্চিকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেছি!
হুমম! ওদের পরিবারের কাউকে বিয়ে করলে হয়তো ওদের বাড়িতে ঢুকতে পারব!
অথবা, **তুই** যদি ওদের পরিবারের কাউকে বিয়ে করিস! তাহলে আমিও তোর জন্যে ওদের আত্মীয় হয়ে যাবো!

কিন্তু তুই কাকে বিয়ে করবি!?...
অর্চির কুতুকে!
ফ্যাঁচ!
এই দেখ কিটি, তোর জন্যে কি সুন্দর বর পেয়েছি!
আমি জানি! তোর ঠিক ওকে পছন্দ হবে! লোকে তো বলে বিবাহিত জীবন নাকি বিড়ালের মতন!
তোদের সাধ করে ভালো করে বিয়ে দেওয়ার সময় নেই...তাই আমিই তোদের দুটিকে কনে-বর বলে বিয়ে দিয়ে দিলাম!...যা ভেতরে যা!
মনে হচ্ছে এখুনি দুজনের ভালো ভাব জমবে না...কিন্তু বিয়ে মানেই তো সেখানে লড়াই হবে -
গররর
ভৌ ভৌ
কুকুর বিড়ালের মতন!
ম্যাওও
ফ্যাঁচ
কিটি পালাস না! কুতু-জামাইবাবু...
...ওরম ভাবে বলতে চায় নি!

ওই দুষ্টু বিল্লিটা আমাদের দেওয়াল ফুঁটো করে চিলেকোঠায় উঠে গেলো!
এই তোর বিল্লিটা আমাদের **চিলেকোঠায়** উঠে গেছে!
বেটি কি হয়েছে?
প্রেমিক-প্রেমিকার ঝগড়া!
না! যতক্ষণ না আমার কিটি তোমার চিলা-ঘরে থাকবে, আমি যাবোনা!
এই আমার বাড়ি থেকে বের হ!
চোপ! আমাদের বাচ্চা ঘুমোচ্ছে!
তাছাড়া আমার কিটি উঁচু জায়গাকে খুব ভয় পায়!...ও খুব ভয় পাচ্ছে! ওর আমাকে দরকার!
এই কিটি, লক্ষী কিটি, নেমে আয়!
এই লক্ষীছাড়া কিটি নিচে নাম নইলে আমি তোকে খুব মারবো!
হা হা! তোর অখ্যাদ্য মাটির কেক দিয়ে দেখ! যদি নেমে আসে?
ওই বিল্লিটা নামুক আর না নামুক, এই **বেটি**কে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দাও!
আমি তো ভদ্দলোক, মেয়েদের গায়ে কিভাবে হাত দি! ভদ্দলোকের এক কথা!
খ..খ্যা হা হা

ঠিক আছে, একটা **করাত** নিয়ে এসে গাছ **কেটে** ফেলো!
বিল্লি ফেরত পেলে বেটিকে এই বাড়ি ছেড়ে **চলে** যেতে হবে!
আর্চি, নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করো...ওকে তোমার ওপরে খবরদারি মারতে দিও না, আমার কথা শোনো!
পাড়ার লোকেরা হাসবে যখন জানবে পরের ঘরের বিল্লি আমাদের চিলেকোঠায় রয়েছে!
এমনিতেও তোর চিলচিৎকার শুনে পাড়ার লোক হাসবে!
আর্চি! বেটি আমাদের ঘর ভেঙে দিচ্ছে!
আমাদের **বাচ্চার** কথাটা অন্তত ভাবো!
সাবানের গামলা
তাছাড়া গাছটা না কাটলে আমি কিন্তু তোমার সারাজীবনে ঘ্যান ঘ্যান করবো!
আচ্ছা ঠিক আছে! পরিবারে শান্তির জন্য যা বলবে! উফফফ ভদ্দলোক হওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার!
তুমি ছেলে না ইঁদুর? ছি!
হুমম! বাচ্চারা অনেক্ষন খুব চুপচাপ রয়েছে! দেখি তো কি করছে!
ওরে হারামজাদা! আমার সাধের দুর্লভ এস্তোনিয়ার এলম গাছ!

আর্চি
ভেতরে এসো!
ভ্যা
ভ্যা
মেয়েরা আমায় কাঁদতে যেন না দেখে! প্রেস্টিজ পাঙ্কচার হয়ে যাবে! চোখের জল না শুকানো পর্যন্ত সামনের সিঁড়িতে বসে থাকব!
কিরে আর্চি!
নতুন বড়শি কিনেছি! যাবি নাকি?
আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি!
না রে! আমি রনির সাথে খেলাঘর খেলছি! রনি আমার জন্যে স্পেশাল মাটির কেক বানাচ্ছে!
হা হা! ওর বৌ যেতে দেবেনা!
বৌয়ের পালতু!
আর্চি বৌয়ের আদোরে বানানো কাদার কেক খেয়ে বলবান এবং শক্তিশালী হয়ে উঠবে! তারপরে কোনোদিন বৌ ছাড়লে তবেই খেলতে আসতে পারবে!
চলি, খাঁচার বেবুন!
টা টা ডার্লিং!
অনেক হয়েছে!
আর না!

নিকুচি করেছে **ভদ্দলোক** সাজা! আর কোনোদিন এই **খেলাঘরের** গেরোয় পড়বোনা!

আর কোনো মেয়ে আমায় বাঁদর নাচ নাচতে পারবেনা! দুটোকেই **গুছিয়ে ক্যালাবো**!

বছ কে এবারে দেখাবো!
ওই আর্চি আসছে!
হু! মনে হচ্ছে রেগে আছে!

আর্চি থামো!
এই!
আউ!
ইইইক!
চটাশ!
ঠাস!
টিসুম
উফফফ!
ওওহ!

কি খেলাঘরের খেলা শেষ হলো?
হুঁ!

তুমি ঠিকই বলেছিলে বাওয়া! **সত্যিকারের ভদ্দলোক কখনো মেয়েদের সাথে মারামারি করেনা**!

বিশেষ করে তারা যদি তোমার থেকেও **শক্তিশালী** হয়!
শেষ

জঙ্গলের জুডি
সেনেগালের রহস্যময় জঙ্গল থেকে স্থানীয়দের মুখে মুখে ভেসে আসে , বন্য জানোয়ারদের মধ্যে বসবাসকারী এক "জঙ্গল কন্যা"র গল্প!
"যদি এই খবর সত্যি হয়!", লোভী শিকারিরা মনে করে...
...আর জঙ্গলের জুডি হয়ে ওঠে বহুমূল্য শিকারের বস্তু!
চিত্রনাট্য
ফ্রাঙ্ক ফ্রাজেটা
অনুবাদ
কল্লোল দাশগুপ্ত
1

জঙ্গলের জুড়ি

চিত্রনাট্য - ফ্রাঙ্ক ফ্রাজেটা
অনুবাদ - কল্লোল দাশগুপ্ত

জঙ্গলের জুডি, তাই না! স্থানীয়দের মুখে ওই নাম শুনেছি বটে, তবে গুজব বা আষাঢ়ে গল্প হবে ভেবে পাত্তা দি নি! তো তাকে মৃত না জীবিত চাই?
উজবুক, জীবিত! এই জংলী মেয়েটাকে সার্কাসের আকর্ষণ হিসেবে চাই!
কেউ রেড অ্যাডামসকে এভাবে গালি দেয় না!
ওহ! ভুল হয়ে গেছে! নিজেকে সামলাও!!
আমি তোমার সাথে যাচ্ছি! শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী তাকে উত্তরে ইয়াজু নদীর তীরে তৃণভূমির কাছে দেখা গেছে!
আমি এই কাজের জন্য কিন্তু অনেক অর্থ আশা করছি, এলিয়ট!
কয়েক সপ্তাহ পরে - ইয়াজু নদীর কাছে তৃণভূমির তীরে
এই কিচিরমিচির করা বানরের দল তোমাকে এখানে নিয়ে আসলো কেন?
ওরা বিপদের সঙ্কেত নিয়ে এসেছে পিস্তল রবার্টস....ওদের জুডির সাহায্য প্রয়োজন!
ওরা আমায় এভাবেই ডেকে আনে, আহহহহহহ!
জুডি থাকতে...এই ক্ষুধার্ত শয়তান কখনোই এই শিকার পাবে না!

দুষ্টু দানব!....তোর জুডির হাতেই মৃত্যু লেখা!
গ্রোআআআ
এতো বড় একটা জন্তুকে কিভাবে কাবু করলে?
আমার নিরীহ হরিণী এঞ্জেলাকে জখম করেছে বদমাইশ টা!
আমি জানি তুই আমাকে **ধন্যবাদ** জানাতে চাইছিস!
ওই! ওর সঙ্গী এসে গেছে জুডি!
মনে হয় ওর সঙ্গীও তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়!
দেখো ওরা কারো ক্ষতি করে না! অথচ ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুগুলো ওদেরকেই শিকার করে!.....ওদের শান্তিতে বাঁচতে দেওয়া উচিত!
ইতিমধ্যে
এই সেই অঞ্চল রেড?
রাতের খাবারের জন্য টাটকা মাংস প্রয়োজন!
সে ব্যবস্থা আমি করছি!

কি সৌভাগ্য! একটা হরিণী, মনে হচ্ছে জখম হয়েছে!
দাঁড়াও অ্যাডামস! আহত শিকার কে মারা, স্পোর্টসমানশিপ নয়!
রাখো তোমার স্পোর্টসমানশিপ! খাদ্যের প্রয়োজনে মারছি!
এক গুলিতেই শেষ!
গুড়ুম!
গুলির আওয়াজ! ওদিক থেকে পেলাম!
সাবধানে জুড়!...আমরা জানিনা কি বিপদ...
ওরা অ্যাঞ্জেলাকে হত্যা করেছে!
ঘৃণ্য মানুষ! একটা আহত নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করতে লজ্জা করেনা?
ক...কে...!

দাদু, একদম চালাকি নয়!
ওহঃ! জ্বলে গেলো!
এই জঙ্গলে তোদের মতন খুনিদের কোনো জায়গা নেই!
সেই জংলী মেয়েটা!
ওহহহহ!
দুম!
পিস্তল....!
ন'কনা! বি'তানি! জংলী মেয়েটাকে ধরো!
বওয়ানা...জঙ্গল কন্যা বন্দী!
এলিয়ট! এই নাও তোমার সার্কাসের জংলী! খুব সহজেই লাগাম পরানো গেলো!
রেড... তুমি ওকে মেরে ফেলেছ!
তাতে কি? এ যে দেখছি জংলী নয়! ভাবতাম রূপকথার গল্প, কিন্তু এখন দেখছি জলজ্যান্ত জঙ্গলের পরী!

এলিয়ট, আমরা যে জন্য এসেছি তা পেয়েছি! রেড অ্যাডামস কখনো খালি হাতে ফেরে না! দুটোকেই খাঁচায় নিরাপদে বন্দি করে রেখে দি!
আমি কিন্তু মানুষ খুনের দায়ভার নিতে পারবোনা!
কয়েক ঘন্টা পরে...
ভাগ্যক্রমে ওই গুলিটা তোমার মাথায় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে!
আমি ঠিক আছি এখন! একটু আঁচড় লেগেছে বোধয়! আমরা এখানে এলাম কিভাবে?
ওরা মনে করে আমি একটা পাগল! আমাকে বন্দী করার জন্য বুড়োটা ওই লাল মুখো মস্তানটাকে ভাড়া করেছিল!
এখান থেকে ঠিক বেরোবো! তারপরে....
জুডি, কি করছো কি?
এটা একটা হাতির মিলনের ডাক! যদি এটা কাজ করে.... **থুরররররউম্প**!
মনে হচ্ছে ও তোমার ইশারা বুঝতে পারছে!
হ্যাঁ...আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছি ...ওকে কি করতে হবে!
আমরা এক মিনিটের মধ্যেই মুক্ত হব!
শশশ....দুষ্টু লোকগুলো যেন শুনতে না পায়!
7

বওয়ানা! বওয়ানা! সাদা জঙ্গলের শয়তানরা পালাচ্ছে!
স্থানীয় শাগরেদটা আমাদের দেখেছে! ওদের কাছে আমার বন্দুকটা রয়ে গেলো!
চটপট! হাতির পিঠে ওঠো!
মাথা নিচু করো!
দুম
দুম
গর্ধব তোমার ভুলে!...তুমি ওদেরকে পালাতে দিলে!
মুখ সামলে! আমি মেয়েটাকে পাকড়াও করেছিলাম! তোমার দায়িত্ব ছিল ওকে ধরে রাখার! তোমার ভুলে! ...আমার হিসেবে মিটিয়ে দাও!
কিসের হিসাব? মেয়েটাকে আমি এখনো পাইনি!... বলেছিলাম আমার সাথে মেয়েটাকে পৌঁছে দেবে তারপরে টাকা!
আমি তোমার **হাতে** তুলে দিয়েছিলাম! এর পর যা ঘটেছে তাতে আমি বিন্দুমাত্র দোষী নই! এই টাকা ছাড়! নইলে -
আমি একটা টাকাও দেবোনা! আহহহহ!
খেয়েছে! এই বুড়োটা চোরা-শিকারী সিন্ডিকেটের একটা বড় হনু! এব্যাপারে জানতে পারলে আমার এই তল্লাটে থাকা নিরাপদ হবেনা! কিছু একটা করতে হবে...
আমি ওর তাঁবু শুদ্ধ পুড়িয়ে মারবো! লাশটা ছাই হয়ে গেলে বলবো **দুর্ঘটনাতে** এমন হয়েছে!
ওহহহ...আহঃ!

দেখো! আগুন!
গন্ডগোল মনে হচ্ছে! গুলির আওয়াজও পেলাম! চলো ফিরে গিয়ে দেখি!
শাবাশ হাতি-বন্ধু!
এ তো এলিয়ট!
দয়া করে আমায় বাঁচাও!...
শক্ত করে ধর...তোমায় টেনে তুলছি!
ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ!
তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে জুডি! ওই শয়তানটা আমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতো! ...ওই তৃণভূমির দিকে পালিয়েছে!
ওকে এই জঙ্গলে ছেড়ে রাখা খুব বিপজ্জনক! পিস্তল, আমি পিছনে চললাম!
একটু দূরে....
মূর্খ! গুলি চালিয়ে আরও ওদেরকে আক্রমণ করার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে...কি করা যায়....
না, অনেক দেরি হয়ে গেছে! আর বাঁচানো যাবেনা!
গররররর
স্থানীয়রা তোমাকে একটি সাদামানুষদের বসতি তে নিরাপদে পৌঁছে দেবে!
বিদায় জুডি! একজন অসভ্য বুড়ো মূর্খকে ক্ষমা করার চেষ্টা কোরো! এতদিনে আমার এই উপলব্ধি হলো!
শেষ

নিখোঁজ হৃদয়
কাহিনী - এম আর জেমস
চিত্রাঙ্কন - কিট বাস
অনুবাদ - কল্লোল দাশগুপ্ত
সেপ্টেম্বর ১৮১১: লিংকনশায়ারের প্রাণকেন্দ্রে আসওয়ারবি হলের দরজার সামনে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি এসে থামলো
ঘোড়ায় টানা গাড়িটি ওয়ারউইকশায়ার থেকে ছয় মাস আগে অনাথ হওয়া একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছে
তার একটু দূর-সম্পর্কের হলেও এক জ্ঞাতি দাদা, মহানুভব মিস্টার অ্যাবনির কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়ে, এই আসওয়ারবিতে থাকতে এসেছে
প্রস্তাবটি খুব অপ্রত্যাশিতই ছিল, কারণ মিঃ অ্যাবনির সম্বন্ধে যাদের কিঞ্চিৎ ধারণা ছিল, তারা তাকে নিভৃতবাসী, অমিশুকে, নির্ঝঞ্ঝাট, অকৃতদার হিসাবেই জানতো
বাস্তবে মিঃ অ্যাবনির কর্মকান্ড বা তার মেজাজ সম্পর্কে ধারণা লোকের খুব কমই ছিল
কেমব্রিজের গ্রীক অধ্যাপককে বলতে শোনা গিয়েছিল যে গ্রীসের আধুনিক পৌত্তলিক ধর্মগুলির সম্বন্ধে আসওয়ারবির মালিকের মতন জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে
মিস্টার অ্যাবনির লাইব্রেরিতে এলিউসিনিয়ান রহস্য, অর্ফিক কাব্য, মিথ্রাসের উপাসনা কিংবা নব্য প্লাটোনিস্টদের উপরে নানাবিধ গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে
তার প্রতিবেশীদের কাছে খুব আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল যে মিঃ অ্যাবনি, তার এই অনাথ জ্ঞাতি ভাই স্টিফেন এলিয়টের কথা, কোনোদিন আদৌ শুনেছিলো কিনা....
....তাকে আসওয়ারবি হলে থাকার আমন্ত্রণ জানানো তো দূরের কথা

কেমন আছো আমার ভাই? কেমন আছো? ভাইটি, তোমার বয়স কত?
যাত্রাশেষে আশা করি তুমি খুব বেশি ক্লান্ত নও, সন্ধের খাবার এর জন্যে? নাকি একটু বিশ্রাম নেবে?
না স্যার ধন্যবাদ....আমি বেশ আছি
যাক ভালো কথা...তোমার বয়স কত?
স্যার, পরের জন্মদিনে আমার বয়স বারো বছর হবে
আর তোমার জন্মদিন কবে? ১১ই সেপ্টেম্বর?
খুব ভাল, প্রায় এক বছর তাই না?
আমি হা হা! আমি আমার এই নোট-বইয়ে এই জিনিসগুলো লিখে রাখতে পছন্দ করি! তুমি ঠিক জানো তুমি এবারে বারোতে পড়বে? নিশ্চিত?
হ্যাঁ স্যার, নিশ্চিত
বাহ বাহ! ওকে মিসেস বাঞ্চের ঘরে নিয়ে যাও, পার্কস
চা-জল খাবার যা আছে খেতে দাও, যাও তুমি
আচ্ছা স্যার

এখনও পর্যন্ত আসওয়ারবিতে আসার পর থেকে স্টিফেনের যে কজনের সাথে পরিচয় হয়েছে তার মধ্যে মিসেস বাঞ্চ ছিলেন সবচেয়ে অমায়িক এবং স্নেহপরায়ণ
তার সাথে পরিচয় হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুজনে খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেলো; কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্টিফেনকে ঘরের ছেলের মতনই বানিয়ে নিলেন মিসেস বাঞ্চ
স্টিফেনের আগমনের প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে মিসেস বাঞ্চ এই তল্লাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বিশ বছর যাবৎ এই হলটি তার স্থায়ী বাসস্থান ছিল
যদি কেউ এই অট্টালিকা এবং এস্টেটের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস ও ভূগোল এর ব্যাপারে জেনে থাকে তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মিসেস বাঞ্চ
কিন্তু তিনি এ বিষয়ে খুব একটা তথ্য প্রদানে আগ্রহী ছিলেন না
স্টিফেন এর মতন একজন কৌতূহলী ছেলের এই হল এবং উদ্যান সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাস্য ছিল....যেমন....
...গুল্মপথের শেষে মন্দিরটি কে নির্মাণ করেছে?
সিঁড়িতে টাঙানো, এই টেবিলের ওপরে বসা বৃদ্ধর ছবিটি কার?....
...এবং তার হাতের নিচে মানুষের খুলি কেন?
মিসেস বাঞ্চ এসব প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিয়েছিলেন যা স্টিফেনের বয়সী একটি ছোট ছেলের বোধগম্য হয় ও তার কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়

* **হার্ডি-গার্ডি** - একধরণের বেহালা সাদৃশ্য বাদ্যযন্ত্র

সেই রাতে স্টিফেন একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলো
বাড়ির উপরের তলার প্যাসেজের শেষে, যেখানে তার শোবার ঘরটি ছিল....একটি পুরানো অব্যবহৃত বাথরুম ছিল
বাথরুমটা তালাবদ্ধ ছিল, কিন্তু দরজার উপরের অর্ধেকটি অংশে স্বচ্ছ কাঁচ ছিল এবং যে পর্দাটি সেখানে ঝুলানো হত তা নেই
স্টিফেন দরজার কাঁচের গায়ে দাঁড়িয়ে ভেতরে কাউকে দেখতে পেলো
চাঁদের আলো জানালা দিয়ে ঘরটা আলোকময় করে তুলেছিল...এক ভয়ানক মৃতদেহ বাথটাবে শুয়ে থাকতে দেখতে পেলো

তার দিকে তাকাতেই তার ঠোঁট থেকে একটা অস্ফুট হাহাকার যেন বেরিয়ে এলো
এবং মৃতদেহটি নড়ে উঠলো...
স্টিফেন আতঙ্কে জেগে উঠে সম্বিত ফিরে দেখলো যে পূর্ণিমার রাতে প্যাসেজের ঠান্ডা বোর্ডের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে সে
তার স্বপ্নের চরিত্রটি সত্যিই সেখানে আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে সাহস সঞ্চয় করে সে বাথরুমের দরজার কাছে গেলো
....কিন্তু কিছু না পেয়ে ঘরে ফিরে গেলো
মিসেস বাঞ্চ স্টিফেনের গল্প শুনে বেশ প্রভাবিত হলেন, এবং সেই বাথরুমের পর্দা প্রতিস্থাপন করে দিলেন
মিঃ অ্যাবনি, বেশ আগ্রহের সঙ্গে ঘটনাটি শুনলেন বটে, ও তার "নোট বইয়ে" লিখে রাখলেন, কিন্তু মনে হলো তিনি বিষয়টি গুরুত্ব দিলেন না

সেই অস্বাভাবিক রাতের পরের বসন্ত বিষুবে কিছু অলোকিক ঘটনাপ্রবাহ শুরু হলো
হায় ভগবান! মাস্টার স্টিফেন...
শোবার জামার এই দশা করেছো? কেন এই বৃদ্ধ দাসীকে এতো কষ্ট দাও!
সত্যি আমি এটা করিনি! বিশ্বাস করুন!
"এগুলি আমার বেডরুমের দরজার বাইরের আঁচড়ের দাগগুলোর মতোই..."
"এবং আমি নিশ্চিত যে এগুলি তৈরিতে আমার কোনো হাত নেই!"
পরের দিন সন্ধ্যায়, বাটলার মিস্টার পার্কেস হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরে এলেন
মিসেস বাঞ্চ, বলতে বাদ্ধ হচ্ছি এই সন্ধেবেলাতে ওই ভাঁড়ার ঘরে কাজ করাটা বেশ ভয়ের ব্যাপার!
জাহাজের খালাসীদের কাছে শুনেছিলাম ভাঁড়ার ঘরে নাকি এমন সব হুমদো ইঁদুর থাকে যারা কথা বলতে পারে!
আ..আগে বিশ্বাস করিনি কিন্তু এখন মনে হয় সত্যি!
আরও কিছুক্ষন ওই ওয়াইন সেলারের দরজায় কান পাতলে ওদের কথোপকথন ঠিক শুনতে পেতাম!
যত বাজে কথা!
বেশ তো আপনি নিচে যান না! আপনিও শুনতে পাবেন ও আমার কথা বিশ্বাস করবেন!
মিস্টার পার্কস, কি ঠাট্টা হচ্ছে? মাস্টার স্টিফেন ভয় পেয়ে যাচ্ছে!
কি মাস্টার স্টিফেন?
মাস্টার স্টিফেন খুব ভালো করেই বুঝতে পারেন কখন আমি আপনার সাথে রসিকতা করি মিসেস বাঞ্চ!

২৪শে মার্চ, ১৮১২
আসওয়ারবির সীমানায় দাঁড়িয়ে, পার্কের দিকে তাকিয়ে স্টিফেনের মনে হলো যেন বাতাসে অদৃশ্য আত্মাদের অবিরাম মিছিল, তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে
যেন মনে হচ্ছিলো তারা কোনওভাবে জীবিত বিশ্বের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করছিলো, ও তার কানে কানে কিছু বলতে চাইছিলো
স্টিফেন তুমি আজ রাত এগারোটা নাগাদ চুপিচুপি আমার স্টাডিতে আসতে পারবে?
আমি সেই সময় পর্যন্ত ব্যস্ত থাকব, তোমার ভবিষ্যত জীবনের সাথে যুক্ত কিছু দেখাতে চাই!..খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু!
এই বিষয়ে মিসেস বাঞ্চ বা বাড়ির অন্য কারুর সাথে আলোচনা করবেনা! কেমন!?
তুমি যে সময়ে রোজ ঘরে যাও আজও যাবে!
অজানাকে জানার এক অবর্ণনীয় উত্তেজনা অনুভব করলো স্টিফেন; রাত এগারোটার অপেখ্যায় প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হতে লাগলো; সন্ধ্যায় উপরতলায় নিজের ঘরের দিকে যাওয়ার পথে লাইব্রেরির দরজার দিকে তাকালো
মিস্টার অ্যাবনি অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণের মতন করে একটি রৌপ্য বাক্স থেকে একটি তাম্রপাত্রে কিছু ধূপ ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন

নিস্তব্ধ পূর্ণিমার রাত
রাত তখন দশটা, শোবার ঘরের জানালা দিয়ে বাগান ও দিগন্ত বিস্তৃত ধূসর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অপেখ্যায় বসে স্টিফেন
পথভ্রষ্ট, হতাশ পথচারীদের মতো কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো পুকুর পার থেকে
পেঁচা বা ডাহুক, কিন্তু তাদের কারুর ডাকের মতন শোনাচ্ছিল না
শব্দগুলো যেন কাছাকাছি আসছে
পুকুরের এপার থেকে, পরমুহূর্তেই সামনের ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে
হটাৎ দুটো ছায়া-মূর্তিকে নুড়িপাথরের রাস্তার উপরে দেখতে পেলো স্টিফেন
ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, জানালার দিকে তাকিয়ে আছে
সেই দুঃস্বপ্নে দেখা বাথটাবের মেয়েটার মতন একটা অবয়ব
আরেকটা আরও ভয়ঙ্কর, এক ছেলের মূর্তি

মিস্টার অ্যাবনি, স্যার! ঘরে আছেন স্যার? আমি স্টিফেন!
আমায় বাঁচান স্যার! প্লিজ!
মিস্টার অ্যাবনি, স্যার? সাড়া দিন!
আপনি ঠিক আছেন? কিছু বলুন!
দরজাটা আটকে গেছে! খোলা যাচ্ছেনা!
ওহঃ!
হায় ভগবান! না!...

*সাইমন ম্যাগনাস - প্যালেস্টাইনের স্যাম্যারিয়ার ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, বলা হত তিনি জাদু ও তন্ত্র সাধক ছিলেন
মিঃ অ্যাবনির টেবিলে কিছু কাগজপত্র এবং নোটবই পাওয়া যায়। স্টিফেন এলিয়টের যখন সেগুলো পাঠ্যধারের বয়স হয় তখন যা বুঝেছিলো -
"প্রাচীন গুণিনরা বিশ্বাস করত যে বেশ কয়েকটি মানবের হৃদয়ের প্রাণশক্তি সেবন করলে...."
"মৌলিক শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এমন অশরীরী ও আধ্যাতিক শক্তিগুলিকে বশে আনা যায়!"
"সাইমন ম্যাগনাস* তার সমস্ত ক্ষমতা একটি প্রাণের বলি থেকে অর্জন করেছেন বলে নথিভুক্ত করা আছে। কিন্ত হার্মিস ট্রিসমেজিস্টাস**, অন্তত তিনটে প্রাণের পরামর্শ দিয়েছেন!"
**হার্মিস ট্রিসমেজিস্টোস - বিভিন্ন আলকেমিক্যাল, জাদুবিদ্যা, এবং ধর্মতাত্ত্বিক রচনার স্বনামধন্য হেলেনিস্টিক লেখক
"সেইমতো, আমি আমার ব্যক্তিগত লক্ষ হিসাবে ১৬ বছরের কম বয়সী তিনটি হৃদয় পান করার ব্রত নিয়েছি!"
"প্রথমে, মার্চ ২৪, ১৭৯২ - যাযাবর দলছুট মেয়ে ফোবি স্ট্যানলি..."
"পরিত্যক্ত বাথরুমের বাথটাবে মৃতদেহ লুকিয়ে রাখি!"
"দ্বিতীয়, মার্চ ২৩, ১৮০৫ - এক ইতালিও ভবঘুরে ছেলে জেভানি পাওলি, ওয়াইন সেলারে রাখি ওকে!"
"তৃতীয়, আমার রক্তের সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই, স্টিফেন এলিয়ট, ওর দিন ২৪শে মার্চ ১৮১২!"
"কার্যপ্রণালী - প্রত্যেকের হৃৎপিন্ডগুলি দেহ থেকে বার করে ছাইয়ে পরিণত করতে হবে...."
"তারপরে সেই গুঁড়ো ছাইকে পোর্ট বা রেড ওয়াইন এর সাথে মিশিয়ে পান করতে হবে!"
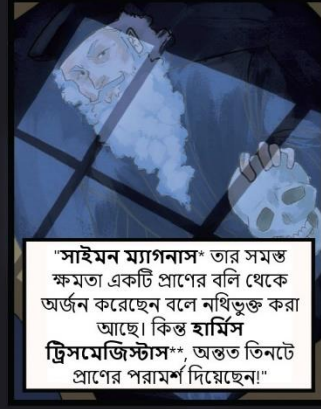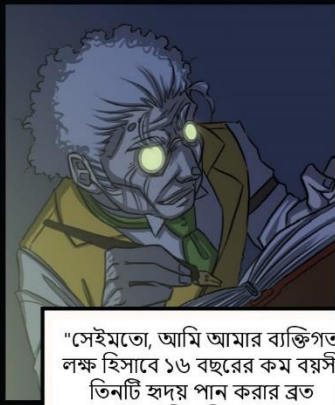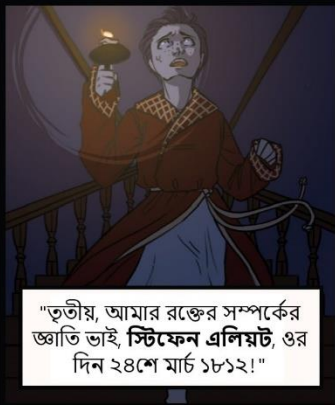
"সুযোগ বুঝে প্রথম দুজনের অবশিষ্টাংশ পুকুরের অপর পারে পুঁতে দিয়েছি!"
"এভাবে আমি মানব জাতির তৈরী তথাকথিত আইন ও সমাজের চোখকে ফাঁকি দিতে পেরেছি!"
"আমি এই ভেবে আরও পরিতৃপ্তি লাভ করি যে এই পরীক্ষাগুলি আমাকে কি পরিমান শক্তি প্রদান করতে পারে..."
"....যা আমাকে অনেককাল পর্যন্ত মৃত্যুকেও জয় করার ক্ষমতা দিতে পারে, আমি মহামানবিক শক্তির অধিকারী হব!"
মিস্টার অ্যাবনি, স্যার! ঘরে আছেন স্যার? আমি স্টিফেন!
স্টাডিরুমের জানালা খোলা ছিল, এবং শব-পরীক্ষকের মতে হিংস্র কোনো বন্য প্রাণী মিঃ অ্যাবনির এই পরিণতি করেছে
কিন্তু সেই রাতে স্টিফেন এলিয়টের অভিজ্ঞতা এবং নোটগুলি পড়ে, মিঃ অ্যাবনির মৃতদেহের '**নিখোঁজ হৃদয়**' সম্পর্কে তাকে একটি ভিন্ন উপসংহারে উপনীত হতে সাহায্য করলো

জনি কোয়েস্টের অভিযান

সৃষ্টি - ডগ ওয়াইল্ডে
অনুবাদ - কল্লোল দাশগুপ্ত

হারানো মরুশহরের সন্ধানে

ছয়শ মাইল দক্ষিণে
ওমর, কম্পিউটার-বর্ধিত খেচর-ছবিগুলো আমার তত্ত্বকে আরও জোরালোভাবে প্রতিপন্ন করে!
হারানো শহর "খাসা তাহিদ" এই পরিধির মধ্যেই কোথাও রয়েছে।
বেন্টন, এই মাপের একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমার দেশকে পুনরুজ্জীবিত করবে!
রেস ব্যানন ও বাকিদের এখন মরূদ্যানের কাছাকাছি পৌঁছানো উচিত। যাযাবর প্রধান এর সাথে কথা বলে রেডিওতে রিপোর্ট দিলে আরও কিছু তথ্য জানা যাবে।
তোমার হেলিকপ্টার অতদূর নিয়ে যেতে পারবে তো?
বেন্টন এটা আরও দূরে যেতে পারবে! সতর্কতা স্বরূপ অতিরিক্ত জ্বালানী লোড করিয়েছি। সার্ভিসিং হয়ে একেবারে যাবার জন্যে প্রস্তুত।
ঠিক ওইসময়ে
২

সন্ত্রাসবাদীরা! এদের কি সামান্য বোধ নেই যে আমরা বিজ্ঞানী, কোনো মিলিটারি নই!
ওমর, ওরা আমাদের হেলিকোপটার ও রেডিও উড়িয়ে দিয়েছে! রেস এবং ছেলেদের সাথে আমার যোগাযোগ করার কোন উপায় নেই!
আমি নতুন সরঞ্জাম জোগাড় করতে পারি, কিন্তু একটা দিন অন্তত সময় লাগবে!
এই অতর্কিত সন্ত্রাসী হামলা এখানে আমার অপারেশনকে বেশ ভালোরকমভাবে পঙ্গু করে দিল, ওমর!
....সুতরাং অন্তত একটা দিনের জন্য রেস এবং ছেলেদের নিজেদের ভরসাতেই অভিযান চালাতে হবে...
সীমান্তের কাছে একটা হোটেলে
আমার জুরিখ অ্যাকাউন্টে কি আমার পাওনা পারিশ্রমিক জমা করা হয়েছে?
....ঠিক আছে.....
পাঞ্জি, আমার ব্যাগগুলো এয়ারপোর্ট ট্যাক্সিতে তোলো!
আচ্ছা মিসি জেড!
৩

ইতিমধ্যে
আরে! সামনে দেখো! ওই সামনে! রেস, আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা!
BEER SOFT DRINKS
পেট্রল পাম্প? এখানে! এই বিশাল মরুভূমির এরকম একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে?
স্বাধীন ফুয়েল টাইকুন রিড. সি জেমস, আপনাদের সেবায়। ভদ্রমহোদয়গন! আপনাদের কি সেবা করতে পারি?
একটা বিয়ার এবং দুটো কোলা প্লিজ! ...এই নির্জন এলাকাতে এরকম একটা পেট্রল পাম্প?....ব্যবসা হয়?
তা হয় বৈকি! ....এখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই! আপনাদের ড্রিঙ্কস বাবদ চৌত্রিশ ডলার আশি সেন্টস।
ডলার!! আরিব্বাস!! এরকম একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আপনি ডলারে কারবার করেন?
করতে হয়! এই আপনাদের মতন খদ্দেরের জন্যে!...এই "ধ্বংসাবশেষ"র ট্যাংক ভর্তি করতে হবে নাকি?
হ্যাঁ লাগবে....কিন্তু গ্যালন প্রতি কত পড়ব....জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছি!
আপনার জন্যে পেট্রোল সুলভ দামে দেব....উইন্ডশীল্ড মোছার জন্যে একটু এক্সট্রা পড়বে!
না ধন্যবাদ, লাগবেনা! জনি, হাজি জিপে ওঠো! আমাদের গ্রামের মোড়লকে খুঁজে বের করতে হবে!
বাঁদিক ঘেঁষে...ছাগলের খামার বরাবর প্রথম তাঁবু! এই পথ-নির্দেশ কিন্তু বিনামূল্যে!....শুভ যাত্রা!
8

কয়েক মিনিট পরে
হাজি, ওদের ভাষা বুঝতে পারলে?
ভাঙা ভাঙা কিছুটা! যার সারমর্ম করলে দাঁড়ায় এই দুই বছর বা তার বেশি সময়ে একজন ব্রিটিশ ভূপর্যটক এবং বেশ কিছু উপজাতির মানুষ এই মরূদ্যানের পূর্ব দিকে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।
প্রধান বলছেন, "পূর্ব দিকে **বিপদ** এবং **অভিশপ্ত** কিছু রয়েছে"!
হুমম! একবার গিয়ে দেখাই যাক!
তোমরা তৈরী হও!..আমরা পুব দিকেই যাবো!
এক মহাদেশ দূরে
দুই বছরের উস্কানি! **সন্ত্রাসবাদ বিপ্লব** এর ফল পেতে চলেছি, আলী।
কয়েক দিনের মধ্যেই, প্রতিদ্বন্দ্বী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর কাছে আমার অস্ত্র বিক্রি দুই উদীয়মান দেশকে পূর্ণমাপের যুদ্ধে নামাবে!...এইভাবে ওই অঞ্চলে আমরা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সক্ষম হবো।
এবং একবার ক্ষমতায় এলে ওই অঞ্চলে বিশ্ব **আমাদের শর্তে** লেনদেন করবে ডঃ জিন।
যদিও ওখানে **কোয়েস্ট** গ্রুপের উপস্থিতি আমাকে দুশ্চিন্তায় রেখেছে!
ওদের কিছু একটা **ব্যবস্থা** করতে হবে!
আমি ওদের **ব্যাপারটা দেখছি** ডাঃ জিন!
ঠিক ওইসময়ে
রেস...ওই পেট্রোল পাম্পে...আমি ট্রাকের চাকার **স্পষ্ট** ও **গভীর** দাগ দেখেছি!
হ্যা আমিও দেখেছি জনি! মনে হচ্ছে রিড সি. জেমস **কারুর** সাথে ভালোই ব্যবসা ফেঁদেছে।
৫

এই মানচিত্র স্থানাঙ্ক অনুসারে, আমরা কার্যত তোমার বাবার সেই "**হারানো শহরের**" উপরে!
ধুঁধু মরুপ্রান্তর! মাইলের পর মাইল বালি ছাড়া আর কিছুই নেই!
ওহ! ওখানে মনে হয় কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি!
ঝোপের মধ্যে লুকানো একটি সিলিন্ডার জাতীয় কি....
এয়ার ভেন্ট, হাজি!
এই! এখানে দেখো!
বালির মধ্যে লুকোনো তেরপলের মুখ!
যতটা পারো বালি খুঁড়ে বার করো যতক্ষণ না এই তেরপলের ঢাকাটা সরাতে পারি!
সিঁড়ি! সিঁড়ি নিচের দিকে গেছে! বাবা ঠিকই বলেছিলো রেস! আমাদের একেবারে নীচেই একটি **প্রাচীন শহর** সমাহিত রয়েছে!
হাজি!...দৌড়ে গিয়ে জিপ থেকে একটা টর্চলাইট আর দড়ি নিয়ে এসো!
বাবা রে! এতো পুরো **গোলকধাঁধা**!
এই দড়ি ধরে থাকো যাতে আমরা একসাথে থাকি। কয়েক গজ ব্যবধানের প্রাচীরে দাগ কেটে চিহ্নিত করবো যাতে ফেরার পথ খুঁজে পেতে পারি!
৬

একটু পরে
আ…আমার এই জায়গাটার আবহাওয়া মোটেই ভালো লাগছেনা! মনে হচ্ছে মৃতদের আত্মা এসে কানে ফিসফিস করে যাচ্ছে…
এই হাজি, হ্যাজানো থামাবে? রেডিওর গা-ছমছমে হররর সম্প্রচারের মতন শোনাচ্ছে!
উল্প! কি বলেছিলাম!
ক…কোন প্রাচীন নাগরিকের অবশেষ?
না জনি! দেখো জামাকাপড়টা এখনকার! সম্ভবত আমরা ব্রিটিশ ভূতাত্ত্বিকের কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছি!
চলো এখান থেকে ফিরে যাওয়াই ভালো! জিপে ফিরে রেডিওতে ডাঃ কোয়েস্টের কাছে আমাদের অনুসন্ধানগুলি রিলে করব!
দাঁড়াও! দেওয়ালে কি লেখা? G….O….
হাজি! গোরিলা বানানে কি দুটো 'R' আছে নাকি দুটো 'L'?
দাঁড়াও দেখি… G…. O…ওহ!!
গোরিলা?!
ওহ…ওহ!!
৭

হে নির্ভীক নেতা, এই ধরণের পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তোমার কি কোন বিশেষ পরিকল্পনা আছে?
ইয়ে....আমরা....উহ...মানে ....আমাদের....
পালানো দরকার!
তাড়াতাড়ি পা চালাও জনি.... আমাদের ধরে ফেলবে!
সামনে মনে হয় একটা দরজা!...
হাজি তোমার কাছে কোন ফন্দি হবে?...কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও এই ধাবমান দানবতাকে দেরি করিয়ে দেওয়া যায়?
সাধারণত আমার জাদুর ভেলকি মানুষকেই দেখিয়ে থাকি.....তবে এক্ষেত্রে...
চেষ্টা করাই যেতে পারে...সিম...সিম...সালা...বিম...
ফস্‌স্‌
মনে হচ্ছে ব্যাটা ঘাবড়ে গিয়ে থমকে গেছে!
ফ্ল্যাশ পাউডার এর কামাল!
তাড়াতাড়ি দরজার ভেতরে ঢোকো!
৮

ধড়াম
ওফফফফ!!
মনে হচ্ছে, আমরা বিশাল বড় একটা ঘরে ঢুকে পড়েছি! রেস তোমার টর্চলাইটটা জ্বালো!

পালাবার সময় ওপারে ফেলে এসেছি!
বাহ্!...অন্ধকারে অন্তত গোরিলাটার কাজে লাগবে!

আমরা যদি দেয়াল ধরে ধরে চলি, তাহলে আমরা ঘরের আকার বরাবর মাপতে মাপতে যেতে পারবো...

আরে!
ক্লিক

বৈদ্যুতিক আলো?!
এ কি দেখছি!
সন্ত্রাসবাদী অস্ত্রের ভাণ্ডার! ওই গরিলাটা রয়েছে কৌতূহলীদের সামলানোর জন্যে...আর ট্রাকগুলি এখানে অস্ত্র মজুত করে রেখে যায়।... ওই পেট্রল পাম্পটা ওদের রিফুয়েলিং পয়েন্ট।
THIS END UP
৯

উজি! একে-৪৭! রকেট লঞ্চার! প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ! বিশাল অস্ত্রাগার!
এই জায়গাটি প্রতিবেশী দেশের সীমান্তের কাছেই....কর্তৃপক্ষের কাউকে এই অস্ত্রের বিষয়ে সতর্ক করা উচিত।
আমরা তাদেরকে জানাবো...যদি এই সিঁড়িটা এখান থেকে বের হওয়ার রাস্তা হয়ে থাকে!
আমরা যা খুঁজে পেয়েছি তার প্রমাণ স্বরূপ আমি এই অস্ত্রগুলির একটি নিচ্ছি...চলো যাওয়া যাক!
কিছুক্ষন পরে
অবশেষে সূর্যালোক! আহ মিষ্টি বাতাস!...
রেস!...একটা প্লেন খুব নিচ দিয়ে উড়ে আসছে...
বাবা নাকি?
এই লাইট প্লেনে? না!..মনে হয়না এতে তোমার বাবা আছেন!
আমাদের জিপ!
কি আপদ!...
নিচু হও!...জনি...হাজি শুয়ে পড়ো!
ও...ওরা আমাদের মেরে ফেলতে চায়!
সাবধান!!... আরেকবার ঘুরে আসছে!
১০

ধোঁয়া! সাব্বাস রেস!! ওর ইঞ্জিনে নিশানা লাগিয়েছো!
মরণ-পাক খাচ্ছে!...
এইদিকে!... শিগগিরি! দৌড়াও ছেলেরা!...
১১

কিছু পরে
সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্রাগার ধূলিস্যাৎ!
দেখো!....বিস্ফোরণের ফলে ভূগর্ভস্থ শহরের অংশ উন্মোচিত! **কি ভাগ্য**!
হ্যা জনি '**কি ভাগ্য**'! আমাদের কাছে জল **নেই**, জীপ **নেই**, **খালি** বন্দুক আর **পঞ্চাশ** মাইল মরুভূমি অতিক্রম করতে হবে!
চলো হাঁটা যাক!
কয়েক ঘন্টা পরে
আমার তরুণ বন্ধুরা!...আমি দুঃখিত!...এই ব্যানন তোমাদের কোন **বিপদে** টেনে আনলো!...
রেস!...একটা **চপার** এর আওয়াজ পাচ্ছি!...
আ...আমাদের **শেষ** করতে আসছে!
হাজি!...তুমি আমার ভালো বন্ধু ছিলে!....
তুমিও.... জনি!
হ্যালো রেস!....তোমাকে আরেকবার উদ্ধার করতে চলে এসেছি!
জেড!.... **জেজেবেল জেড!**
সবাই উঠে পড়ো!... পরবর্তী স্টপ কোয়েস্ট সদর দপ্তর!
ইয়ে মানে আমার এখন নগদ টাকার অভাব! আমি নিশ্চিত নই কিভাবে আমি এই উদ্ধারকার্যের ঋণ শোধ করবো!
টাকাই সব কিছু নয় ব্যানন..**তোমার** জন্যে **অন্য** কিছু ভেবে বলবো!
সমাপ্ত

জনি কোয়েস্টের অভিযান
হারানো সময়ের শহর
শিল্পী - স্টিভ রুড
কাহিনী - উইলিয়াম মেসনার-লোয়েবস
অনুবাদ - কল্লোল দাশগুপ্ত
ক্যাটা ক্যাটা ক্যাটা ক্যাটা
ওই দেখো বাবা! জেড আর রেস বাকি রসদ নিয়ে আসছে!
বেশ! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই মরুশহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে চাই!
BEER-SOFT
DRIED FRUIT
এই যে ডাক্তার তোমাদের কপ্টারগুলোর রিফুয়েলিং বিল! জেমস এর **প্রিমিয়াম হাই-অকটেন ডিজেল ডিলাক্স**!
মাত্র **দুইশ শতাংশ** ট্যাক্স? আপনার সততার প্রশংসা করতেই হচ্ছে মিস্টার জেমস! অন্য কেউ হলে এরকম পরিস্থিতিতে আরও 'লুটে' নিতো!
আমাকে একজন আদর্শবাদী মনে করতে পারেন, ডক! তাছাড়া আপনার বন্ধুরা, '**নিষ্পাপ ধান্দাবাজ**' বলে, আমার যেভাবে সুনাম ছড়িয়ে বেরিয়েছে!
ও তাই নাকি?..
১

আমি শুনেছি, আপনি যেই জায়গায় যাচ্ছেন…এই খাসা তাহিদ এর কিংবদন্তি….লোকে বলে যারা ওখানে বসবাস করে, তারা চিরকাল বেঁচে থাকে!
...মানে লোকমুখে গুজব শোনা এই আর কি!

হ্যাঁ এই গল্প আমরাও শুনেছি জেমস! সবই কুসংস্কার! তাই না বেন্টন?
অবশ্যই ওমর! কিন্তু এই এলাকাটি ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ…মূরজাতির, রোমানদের, কার্থেজবাসীর…
কি রে ডাকু? উট-টা কি তোকে ভয় দেখিয়েছে?

....তারপরে সর্বপ্রথম বর্বর যাযাবর সংস্কৃতির স্বল্প চিহ্নঅবশেষ পাওয়া গেলেও যেতে পারে!
বিভিন্ন সময়কালের মানুষ…প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, এ তো স্বপ্নের নগরী বেন্টন!

গোলাপী ভোরের আলোয় স্বপ্নের উড়ান...
...এর সূচনা করা যাক! উঠে পড়ুন সকলে!

অশরীরী নাকি অমর, কারা থাকে ওখানে?
শুভ যাত্রা!
DIESEL
২

জেড তোমার কাছে তাঁবুর খুঁটিগুলো আছে, তাই তো?
আশ্চর্যজনক! বিস্ফোরণে খোসা ছাড়ানো ফলের মতো শহরটা উন্মোচিত!
রজার*!
আমাদের ডাঃ জিনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তাই না?
তাকে সামনে পেলে, এখানকার প্রথা অনুযায়ী বড় পাথর ছুঁড়ে কৃতজ্ঞতা জানাতাম!
* 'রজার' - বেতার যোগাযোগে সম্মতিসূচক কোড-উক্তি
ওই কমেডিয়ান এর মতন দেখতে মূর্তির কাছে আমাদের তাঁবু খাটানো যাক!
সহমত জেড!
ওয়াও! এই জায়গাটা সত্যিই বেশ প্রাচীন, তাই না বাবা?
হ্যাঁ জনি!
আমার মনে হয় ক্রুসেডের** সময় এটা ক্রীতদাস বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল!
না বেন্টন! আমি নিশ্চিত এই জায়গাটি আরও পুরোনো! দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের প্রাক্কালের হবে!
পিউনিক যুদ্ধটা আবার কি?
** 'ক্রুসেড' - ধর্মযুদ্ধ
"পিউনিক মানে কার্থাজিনিয়ান! রোমান এবং কার্থাজিনিয়ানরা এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ লড়েছিল! নিঃসন্দেহে, এটি একটি পিউনিক দুর্গ ছিল!"
কিন্তু বেনটন, এই টালিগুলো অবশ্যই ইসলামী ভাস্কর্যের!...
এই দিকে এক কিলোমিটার বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ!
৩

সর্বপ্রথমে এই শহরের একটা রূপরেখা মানচিত্র তৈরী করতে হবে! খননকার্য শুরুর আগে বাইরে কি কি উন্মুক্ত আছে তার পরিমাপ করা প্রয়োজন!
মিস জেড, আপনার সাহায্যের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ!
সাহায্য করতে পেরে আমি আনন্দিত ডক! আমার বিলটা পাঠিয়ে দেব!

অবশ্যই, পাঠাবেন!
এই জেমস আর জেড, এদের বিল এর চক্করে এটি ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হতে চলেছে!

জনি আর হাজি, তোমরা দুজনে পশ্চিম দিকে গিয়ে, প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন যা যা চোখে পড়বে তার ফটো তুলবে!

HORIZON
180
এই ক্যামেরা হাই রেজোলিউশনে অতি ধীর গতির ছবি তোলার ক্ষমতা রাখে। সেকারণে উজ্জ্বল আলো প্রয়োজন, তাই স্ট্রোব ফ্ল্যাশ...
আর পাশের বোতাম টিপলেই...

ক্লিক
...স্বয়ংক্রিয়ভাবে এর নিজস্ব ট্রাইপড বেরিয়ে আসবে!
জজজজররররককক

এইযে ছেলে! খুব ব্যস্ত না থাকলে, চলো ওদিকটা মেপে আসি!
কি!..ও না ব্যস্ত না!...হ্যাঁ চলো যাওয়া যাক!
৪

জনি, তোমার কি মনে হয় জেড আর রেস একে অপরকে ভালোবাসে?
জানিনা! তবে দেখে তো মনে হয়...

...যতক্ষণ না তারা ঝগড়াঝাটি শুরু করে দেয়!
হয়তো তাই...

তাই কি?
তাই ওরা একে অপরকে পছন্দ করে! কারণ দুজনে এত আলাদা!
হয়তো তাই!

কুয়োর মত দেখাচ্ছে!
আর এগুলো দেখতে গার্ড টাওয়ারের মতো!

এই জায়গাটা এতো পুরনো! আমরা একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারলে বেশ জমতো!
কিছু, যা আমরা শুধু দুজনে মিলে খুঁজে পেতাম!
উম জনি...

...মনে হয় পেয়েছি!...
৫

বনজুর, আমার খুদে নগরবাসীরা! আমি ক্যাপ্টেন ফিলিপ আর্সেন কার্ডন, ফ্রান্সের সম্রাট **নেপোলিয়নের** সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার!

স-সম্রাট!
হ্যাঁ মহামহীন সম্রাট নেপোলিয়ান! আমি এখানে তার নির্দেশে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে মিশর জয় করতে বেড়িয়েছি!

কিন্তু আমার পথ বদলে এই পুরাণকথিত নগরীর অন্বেষণে এসে পড়েছি!....শুনেছি এখানে মানুষ চিরকাল জীবিত থাকতে পারে!
কিন্তু ক্যাপ্টেন এখন যে ১৯৮৬ সাল, ১৮১৪ নয়!
ঠা-ঠাট্টা করছো?....সত্যি?

আমি পেরেছি! আমি এখন ভবিষ্যতের সময়ে এসে পড়েছি!

তো খোকা, ভবিষ্যতের নাগরিক হয়ে কেমন বোধ করছো?
(**গাঁক**)....মানে....ভালোই তো...মনে হয়!...
৬

তাহলে, আমার তত্ত্ব প্রমাণিত! এই স্থানের অনন্য জ্যামিতি এই নগরবাসীর কোষগুলিকে পুনর্জীবিত করে তোলে....
....জীবন সংরক্ষণ করে!
আমার যাবতীয় দেনা ফাঁকি দিতে পেরেছি, আমার নিষ্কর্মা ভগ্নিপতি, এমনকি নেপোলিয়ান!.....
....নেপো ব্যাটা বদ্ধ উন্মাদ!
আমার সঙ্গে এসো, তোমাদেরকে আমার প্রধান কার্যালয় দেখাই!
জনি, এরকম হতেই পারেনা....
এই গোটা জায়গাটা বালির নিচে ছিল! ও এতদিন বেঁচে থাকতে পারেইনা!
আমি জানি!
কিন্তু কিছু একটা গন্ডগোল নিশ্চয়ই আছে!
আমি এই শহরের প্রত্যেকটা কোণ এবং সমতল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছি, এবং এই গোপন রহস্যের কারণ কিছুটা মনে হয় আন্দাজ করতে পেরেছি!
কোন না কোনভাবে মহাজাগতিক শক্তি, জ্বলন্ত কাঁচের মধ্য দিয়ে আলোর মত এখানে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে আর এখানকার জীব অবিনশ্বর, অমর হয়ে বেঁচে থাকছে!
৭

*অ্যাস্পার (Bothrops asper) - এক ধরণের নলকূপের ভাইপার প্রজাতির সাপ

ওই লাঠিটা দেখছো?
আমি যদি একটু মনোনিবেশ করতে পারি! ওটাকে নাড়াতে পারি...

সিম...সিম... সালাবিম

স্প্রি ই ই য়িং

বেরোও তাড়াতাড়ি!

কি! খুব ভয় পেয়ে গেছিলে? হা হা!
হা হা! হ্যাঁ খুব!
শোনো!...
রো-রোমান সৈনিকদের পদধ্বনি!

আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছিনা?
ওরা আমাদের পিছনেই আছে...
....লোহার বল্লম নিয়ে...

আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা!
...আর বড় বড় লোহার ধারালো তলোয়ার!

আমাদের ক্যাম্প তো পরের বাঁকেই...
৯

...এই তো...উলপ!
হা! আরও কয়েকটা ইঁদুর আমাদের ফাঁদে নিজেরাই ছুটে আসছে!
তোমরা এখন ডাক্তার জিনের বন্দি!

কেউ চালাকি করলে এই বোকাটার মতন অবস্থা হবে!
ডাঃ ওমর!!

আমরা যখন এখানে ছিলাম না তখন এই দস্যুগুলো এসেছে!
ডাঃ ওমরকে ঘায়েল করে আমাদের ধরা দিতে বাদ্ধ করলো! ঠিক সময় বঝে...

একদম চুপ!
আমাদের আগের ঘাঁটি তোমরা নষ্ট করে দিয়েছো... কিন্তু এখন ডাক্তার জিনকে জানাতে হবে যে তোমাদেরই...
...খুঁজে পাওয়া এই ধ্বংসাবশেষ আমাদের অপারেশন্স এর জন্যে কি চমৎকার বেস তৈরী হতে পারে!

না!
এই শহর আমার! এর রহস্য শুধু আমি জানি! কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবেনা...!
এই!...
১০

ঝনাৎ
র‍্যাট ট্যাট ট্যাট
এবারে মর!
মূর্খ!
তাড়াতাড়ি জেস...
ওর বন্দুকটা!
দেরি করে ফেললে!
এটাই তোমার
শেষ বাজি ছিল...
...এবং তুমি
হেরে গেছো!
এবারে সকলে
মরবে!
ধুউ উ উ উ উ প
১১

* **ফিনিশিয়া** - আধুনিক সিরিয়া এবং লেবাননের উপকূলীয় এলাকার পৌরাণিক সভ্যতা

অসম্পূর্ণ বিজয়া

শিল্পী - পারমিতা মিত্র

দেবী বন্দনা

শিল্পী - নিখিলেশ মিত্র
প্রচ্ছদ চিত্রশিল্পী - নিখিলেশ মিত্র